BY SHAHIDUJJAMAN SHAHID

PASSIVE INCOME HACKS

$1500 EVERY MONTH

MILLIONAIRE ROADMAP

About Me

I'm Sahidujzaman Shahid, a passionate digital entrepreneur, educator, and the founder of Affpilot, an AI-powered platform helping thousands of bloggers and marketers build passive income through content automation.

Over the years, I've built businesses, guided learners, and experimented with tools to make affiliate marketing simpler for everyone — especially those starting from scratch. This e-book reflects my learnings, struggles, breakthroughs, and real experiences from the digital battlefield.

Whether you're just getting started or have tried and failed before — this book is for you. Every strategy, tip, and tool shared here has been tested by me or my students.

To build something lasting, all you need is one idea that works — and the courage to try.

Sahidujzaman Shahid

Contents

স্টার্ট ইউর জার্নি ঃ স্টেপ - ১

কিওয়ার্ড রিসার্চ: স্টেপ - ২

ডোমেইন, হোস্টিং, কি?: স্টেপ - ৩

ব্লগ সেটাপ ও ব্যাসিক ডিজাইন: স্টেপ - ৪

কন্টেন্ট রাইটিং বা ব্লগ লিখা: স্টেপ - ৫

অন-পেইজ এসিও: স্টেপ - ৬

অফ-পেইজ এসিও: স্টেপ - ৭

টেকনিক্যাল এসইও: স্টেপ - ৮

মনিটাইজেশন: স্টেপ - ৯

ব্লগ ফ্লিপিং বা ওয়েবসাইট ফ্লিপিং: স্টেপ - ১০

ব্লগিং আজকের দুনিয়ায় অনলাইন ইনকামের অন্যতম একটি সেরা মাধ্যম।

ব্লগিং কেবল একটি পেশা নয় বরং লাখ লাখ মানুষের স্বপ্ন পূরণের এক নতুন দিগন্ত।

আপনার পাশের বাসার ছেলেটি বা আপনার বন্ধুটি বা আপনার পরিচিত বড় ভাই ব্লগিং করে মাসে হাজার হাজার ডলার ইনকাম করে ফেইসবুকে এসে পোস্ট দিচ্ছে আর আপনি তা দেখে হতাশ হচ্ছেন দিনের পর দিন হাজারো চেষ্টা করে নিজেকে তার যায়গায় নিয়ে যেতে পারছেন না।

কোর্স কিনছেন **২০ হাজার ৫০ হাজার** টাকা দিয়ে তবে দিন শেষে আপনি হতাশ।

কেন এই হতাশা?

কেন আপনি পারছেন না? সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আমার এই ই-বুকটিতে। তাহলে চলুন নিজেকে চিনি নতুন করে, খুজে বের করি কি সমস্যা আছে আমার মধ্যে।

শুরু করার আগে একটি ছোট্ট অনুরোধ:

আপনার জীবনের সমস্ত চিন্তা, দুশ্চিন্তা কিছু সময়ের জন্য এক পাশে রেখে এই ই-বুকটি পড়ুন।

আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এই ই-বুক পড়ার পরে ব্লগিং ক্যারিয়ারে আর কোনো বাধা আপনাকে আটকে রাখতে পারবে না।

হ্যাঁ, এই ই-বুক পড়েই আপনি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবেন এমন স্বপ্ন আমি দেখাচ্ছি না।
কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি, কোটি টাকার ইনকামের সিক্রেটগুলো আপনি পেয়ে যাবেন এই বইতেই।

তাই, আবারও বলছি — একটু সোজা হয়ে বসুন, নিজেকে স্থির করুন, মনোযোগ দিন এবং শুরু করুন নিজের জীবনের কোটি টাকা ইনকামের জার্নি!

এই ই-বুক পরতে গেলে আপনার ৫টি ভাবনা সামনে আসবে : আসুন আগেই জেনে নেই কি আসবে আপনার মাথায়।

১. কেন বিশ্বাস করবো আপনার কথা

২. পড়ে কি লাভ হবে আমার

৩. বই পড়ে ইনকাম করা সম্ভব

৪. নেগেটিভ চিন্তা আসবে বইটি পড়ার সময়

৫. আপনার কি লাভ (মানে আমার কি লাভ)

১. বিশ্বাস

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এই উক্তি পড়ে নাই এমন কেউই নেই। আসুন একটু বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাই একসাথে। আপনি যেই ধর্মের এই হউন না কেন অব্যশই আপনাকে আপনার ধর্ম থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিশ্বাস করুন। তাই আমিও আপনাকে বলবো অন্তত এই ই-বুক শেষ করার আগ মুহুর্ত পর্যন্ত আমার কথাগুলো বিশ্বাস করুন। এই ই-বুক শেষ করার পর আপনি ডিসাইড করুন আমাকে বিশ্বাস করা উচিৎ ছিলো নাকি ভুল।

২. লাভ কি এই ই-বুক থেকে:

আপনার লাভ এটাই এই ই-বুক এর মধ্যেই আপনি আপনার ব্লগিং জার্নি শুরুটা করতে পারবেন একটি প্রপার গাইডলাইন সহ।

জেনে নেই কি কি পাবো এই ই-বুক থেকে

১. ব্লগিং কি, কেন করে, কারা করে?

2. কিভাবে শুরু করতে পারি?

৩. কতো টাকার প্রয়োজন শুরু করতে?

৪. কাজের সমস্যার সমাধান কোথায় পাবো?

৫. কিভাবে ইনকাম করবো?

৬. একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব দেখাবো প্রমাণ সহ।

ই-বুক থেকে কি এসব সম্ভব?

হ্যা অব্যশই সম্ভব। আগেই বলেছি একটু বিশ্বাস রাখুন ইনশাআল্লাহ আপনি হতাশ হবেন না। আমি চেষ্টা করেছি যাতে একটি ই-বুক এর মাধ্যমেই আপনারা ব্লগিং জার্নিটা শুরু করতে পারেন যাতে, আপনার বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়।

নেগেটিভ থটস:

আমরা মানুষ, নেগেটিভ থটস আসবেই। জানলে অবাক হবেন, আমরা প্রতিদিন ১২-৬০ হাজার ভাবনা ভেবে থাকি যার মধ্যে ৮০% ভাবনাই নেগেটিভ।
গুগল করে নিন "Human Brain Thoughts per day" দেখে নিন উত্তর কি আসে।
আপনার হয়তো মাথায় আসবে আমার সমস্যা দুর করবেন নিজে কি করেছেন? আমি কতটা করেছি তা আপনাকে অল্প সংখ্যক দেখানোর চেষ্টা করবো যাতে আপনার মনে এই ই-বুক নিয়ে কোন দ্বিধা না থাকে।

আমার ব্লগিং জার্নি থেকে অর্জিত কিছু আয়

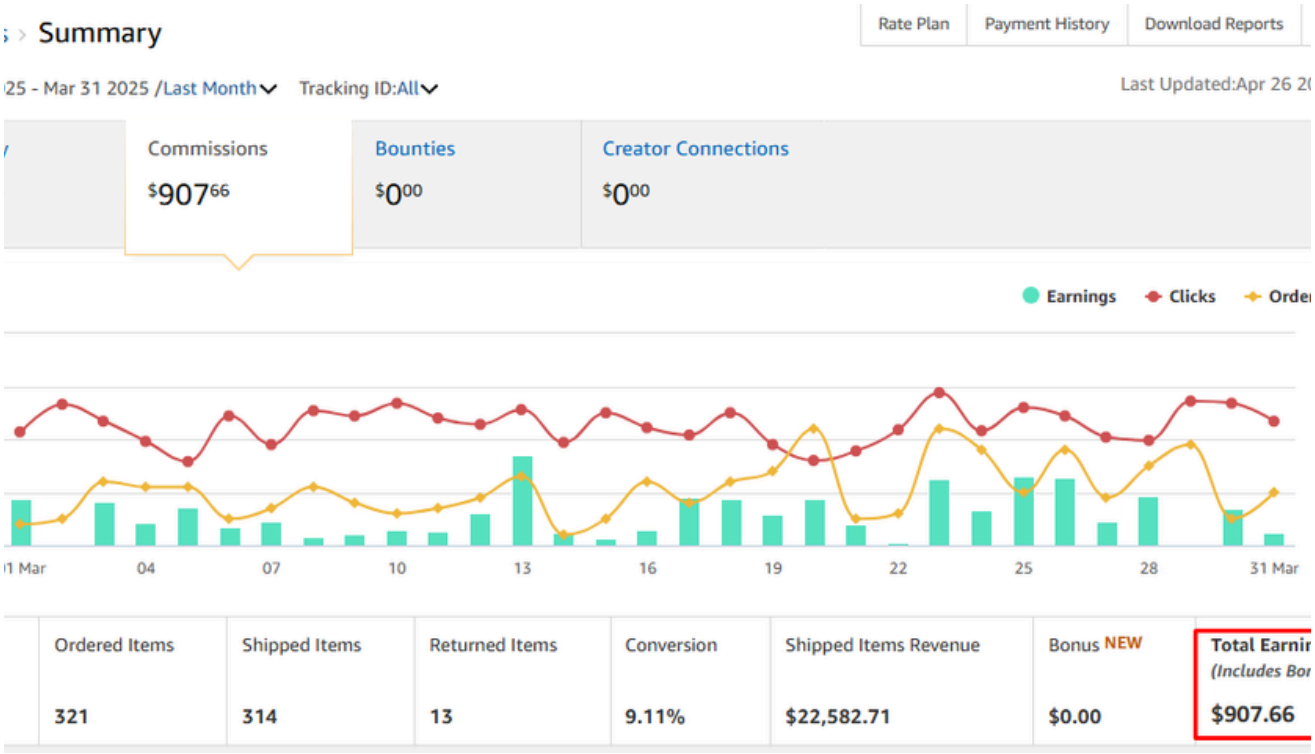

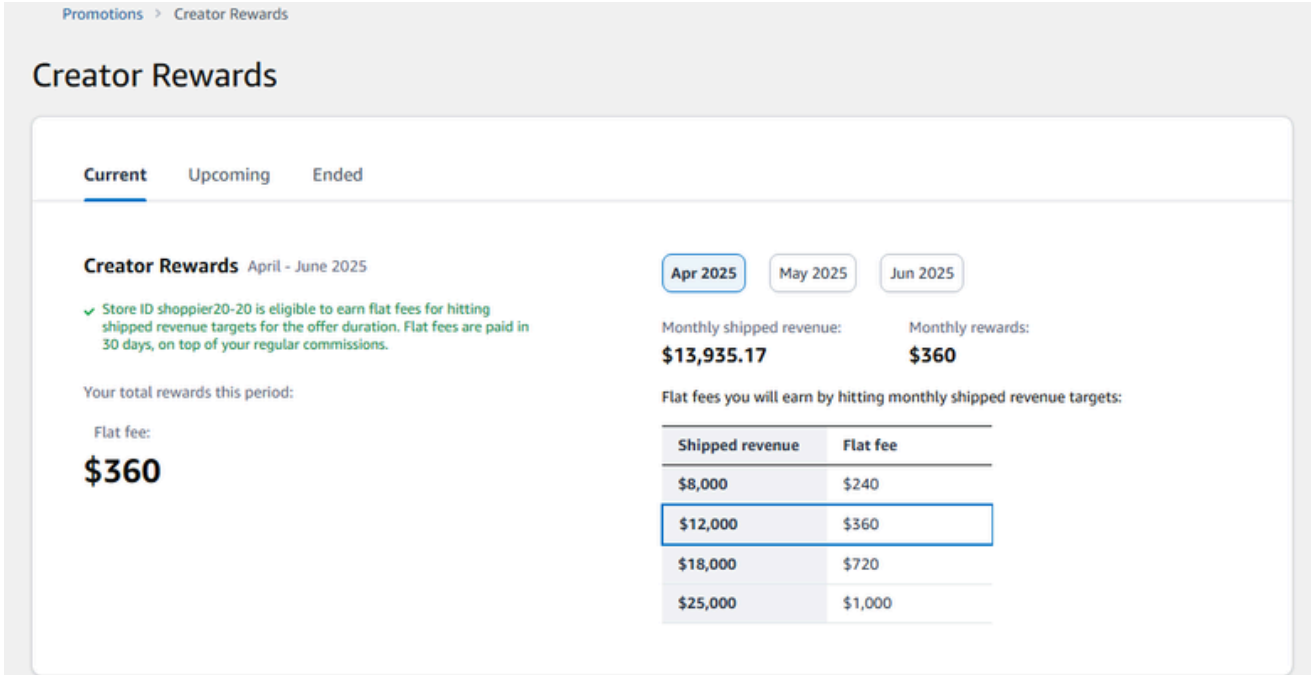

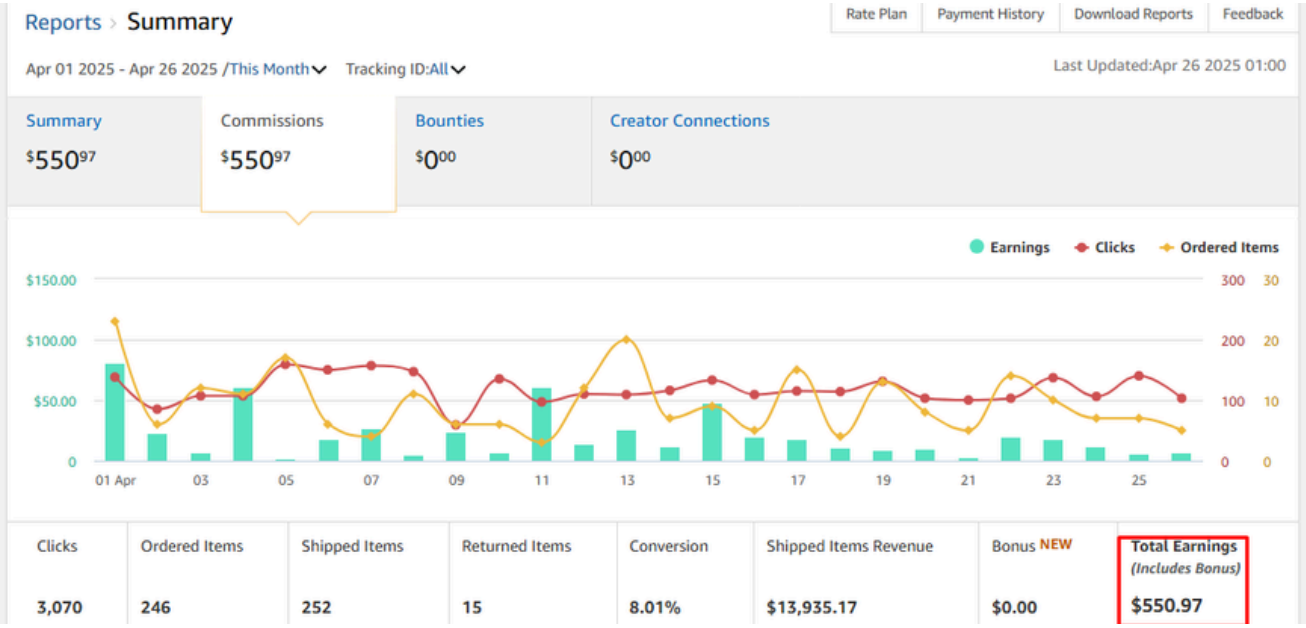

United States

Date	Transaction	Amount	Unpaid balance
May 2, 2025	April target-based flat fee	$ 360	$ 1,267.66
May 2, 2025	03/2025 Commission Income	$ 907.66	$ 907.66
Apr 29, 2025	Payment by Direct Deposit	$ -917.59	$ 0
Apr 3, 2025	Earnings Adjustment	$ 0.87	$ 917.59
Apr 2, 2025	March target-based flat fee	$ 380	$ 916.72
Apr 2, 2025	02/2025 Commission Income	$ 536.72	$ 536.72
Mar 30, 2025	Payment by Direct Deposit	$ -888.86	$ 0
Mar 2, 2025	01/2025 Commission Income	$ 508.86	$ 888.86
Mar 2, 2025	February target-based flat fee	$ 380	$ 380
Feb 27, 2025	Payment by Direct Deposit	$ -1,019.01	$ 0

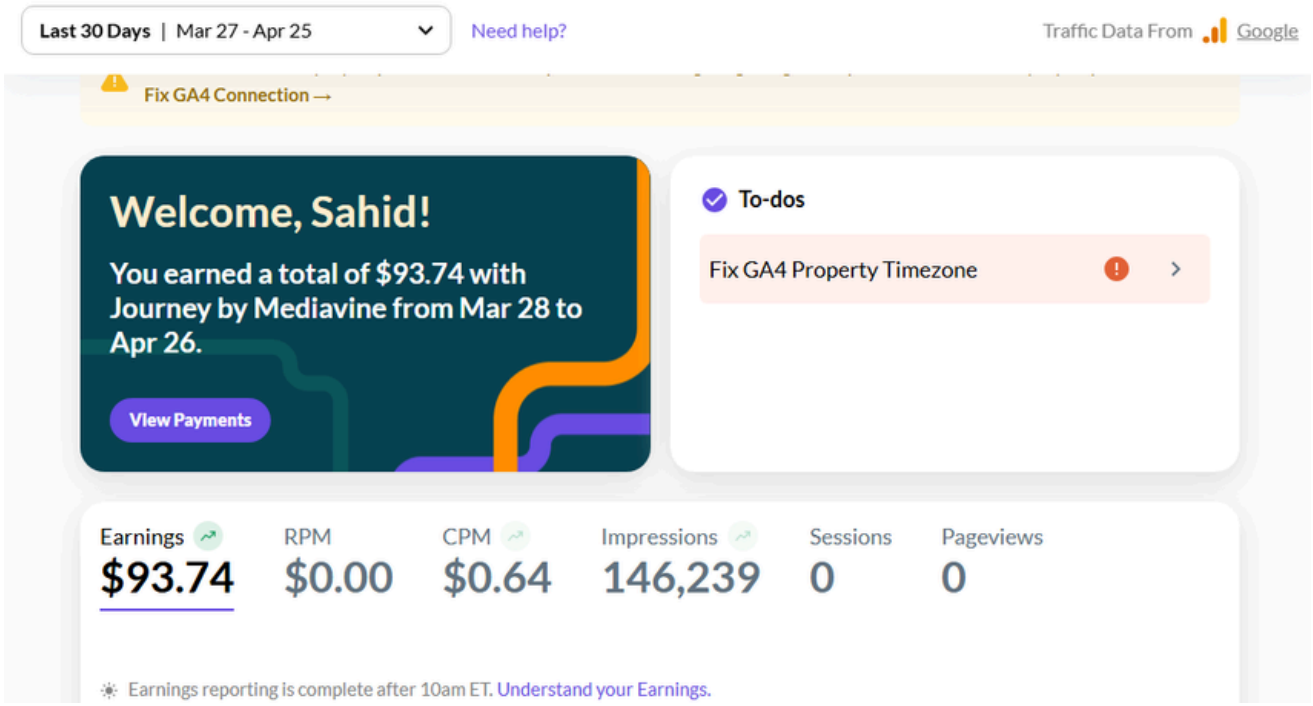
Last 30 Days | Mar 27 - Apr 25
Need help?
Traffic Data From Google
Fix GA4 Connection →
Welcome, Sahid!
You earned a total of $93.74 with Journey by Mediavine from Mar 28 to Apr 26.
View Payments
To-dos
Fix GA4 Property Timezone
Earnings
$93.74
RPM
$0.00
CPM
$0.64
Impressions
146,239
Sessions
0
Pageviews
0
Earnings reporting is complete after 10am ET. Understand your Earnings.

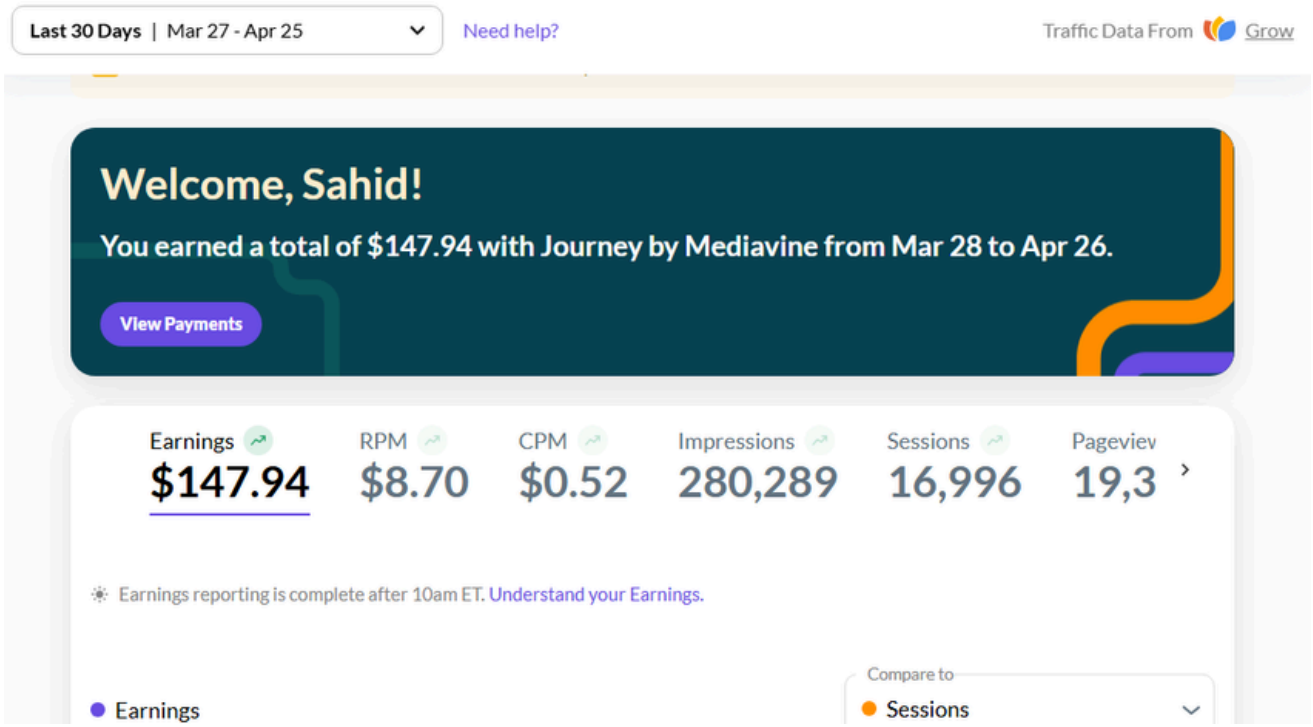
Last 30 Days | Mar 27 - Apr 25
Need help?
Traffic Data From Grow
Welcome, Sahid!
You earned a total of $147.94 with Journey by Mediavine from Mar 28 to Apr 26.
View Payments
Earnings
$147.94
RPM
$8.70
CPM
$0.52
Impressions
280,289
Sessions
16,996
Pageviev
19,3
Earnings reporting is complete after 10am ET. Understand your Earnings.
Compare to
Earnings
Sessions

আমার দেখানো আর্নিং গুলো কিভাবে এসেছে কি কি আমি ফলো করেছি সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো।

আমার কি লাভ:

আমার প্রথম লাভ এই ই-বুক যখন লিখতে বসেছি আমি নিজের স্কিল সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জেনেছি এবং উপলব্ধি করেছি আমার আরো কি কি জানার প্রয়োজন। একটা প্রবাদ আছে Teaching is the best way to Learn. আমি বিশ্বাস করি আপনাদের জানানোর মাধ্যমে নিজে আরো বেশি শিখতে পারবো।

আপনি যদি এই অবদি পড়ে থাকেন তাহলে বলবো আসুন আরো একটি বার শুরু করি নতুন উন্মদনা নিয়ে নতুন ভাবে। বিশ্বাস করি নিজেকে যে আমার মধ্যেই আমার আমিকে বের করে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রশ্নঃ

ব্লগিং কি?
কারা ব্লগিং করে

ব্লগিং কে যদি আমি একদম সহজ ভাষায় প্রকাশ করি তাহলে " ব্লগিং হলো অনলাইনে লেখা প্রকাশ করে মানুষকে সাহায্য করা এবং সেই সাথে নিজের আয়ের ব্যবস্থা করা। একটু গভীর ভাবে ভাবলে মাথায় আসেতে পারে মানুষ কেন আমার লেখা পড়বে? হুম মানুষ আপনার লেখা পড়বে যদি আপনার লেখায় তার মনের মধ্যে যেই প্রশ্ন আছে তার উত্তর আপনি প্রকাশ করতে পারেন সঠিক নিয়মে তবে অব্যশই সে আপনার লিখা পড়বে।

একবার ভাবুন তো আপনি, এই যে আপনার ফোনে বা পিসিতে কিছু লিখে সার্চ করছেন সেই অনুযায়ী আপনার কাছে কিছু উত্তর চলে আসছে। সেই উত্তর গুলো কেউ না কেউ তো অবশ্যই লিখেছে বা প্রকাশ করেছে। মানে ব্লগিং আমার আপনার মতোই মানুষেরা করে।

আশা করি আমি আপনাকে বুঝাতে পেরেছি ব্লগিং কি এবং কারা ব্লগিং করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

সত্যি বলতে শুরু করার জন্য তেমন কিছুই প্রয়োজন নেই শুধু মাত্র প্রয়োজন মনের গভীর থেকে ইচ্ছা এবং বিশ্বাস। ইচ্ছা এই জন্যই প্রয়োজন যে আপনার ভিতর থেকে যদি ইচ্ছাটা না আসে তাহলে আপনি কখনোই পারবেন না তবে আপনার মনের গভীর থেকে যদি ইচ্ছাটা আসে যে আমি শুরু করবো আর আপনি যদি বিশ্বাস করেন আপনি পারবেন। তাহলে একমাত্র আল্লাহ ব্যাতিত কেউই আপনাকে আটকাতে পারবে না।

তৃতীয় প্রশ্ন

বাজেট?

অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত থাকে তাই আমি ভাবলাম এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার থাকা উচিত। আপনি নতুন হিসেবে খুব বেশি টাকার বাজেট এর প্রয়জোন নেই। আপনি নূনত্যম ২০ হাজার বা তার কম বাজেট রেখেই শুরু করতে পারবেন। আপনার কেমন টাকার প্রয়োজন তা নির্ভর করবে আপনি কতোটা স্কিল অর্জন করেছেন তার উপর। এই ই-বুকে আপনি সব থেকে কম বাজেট ব্যয় করে কিভাবে একটা প্যাসিভ ইনকাম নিয়ে আসতে পারেন আমি সেই পথ আপনাকে দেখাবো।

চতুর্থ প্রশ্ন

কাজের মধ্যকার সমস্যা

আপনার কাজের মধ্যে যে সকল সমস্যা আসবে আমার এই ই-বুকে তার সকল প্রকার সমাধান দেওয়া রয়েছে যা আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন। শুধুমাত্র এইটা জেনে নিন আপনার কাজের সকল সমস্যার সমাধান আপনিই করবেন এবং আপনি তা পারবেনও।

পঞ্চম প্রশ্ন

ইনকাম কিভাবে করবেন

এই ই-বুকে আপনি মাল্টিপল সোর্স এর সাথে পরিচিত হবেন যার মাধ্যমে আপনি আপনার ব্লগের জন্য কোন সোর্সটি কার্যকর তা নিশ্চিত হতে পারবেন এবং আপনি নিজেই ডিসাইড করতে পারবেন আপনার জন্য কোন মাধ্যমটি সব থেকে ইফেক্টিভ হবে আপনার জন্য।

স্টার্ট ইউর জার্নিঃ স্টেপ - ১
ব্যাসিক এডুকেশন

আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন ব্লগিং জিনিস টা কি এবং কারা করে। এখন আমরা কথা বলবো ব্লগিং এর একটু এডভান্স লেভেল নিয়ে।

আমরা জানি, আমার আপনার মতো মানুষেই ব্লগিং করে কিন্তু কিভাবে আসলে এইটা কাজ করে, এইটা তো আমরা তেমন ভাবে জানিনা। প্রশ্ন আসতে পারে আমি একটা ব্লগ বানিয়ে দিলেই কি আমার ব্লগে মানুষ আসতে শুরু করবে? **উত্তর না!**

আপনি একটি ব্লগ বানিয়েছেন আর তাতেই মানুষ চলে আসবে না। আপনার তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। এই এডভান্স লেভেল এ আমরা এই বিষয়ে একটি আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করবো। আগেই বলে নিচ্ছি আমরা বিগেনার লেভেল এ যতটুকু না জানলেই হচ্ছে না ঠিক ততটুকুই জানবো।

ধরুন আমি গুগলে সার্চ করলাম "how to improve my health condition" এইটা লিখে সার্চ করার পর আমরা কি দেখি? গুগল আমাদের কিছু রেজাল্ট দিয়েছে এবং সবগুলো রেজাল্ট কিন্তু আমি যা লিখে সার্চ করেছি সেই রিলেটেডই আসছে।

এখন একজন সাধারণ ইউজার হিসেবে আপনি কি করেন অব্যশই আপনার ডিভাইসে শো করা রেজাল্ট এর মধ্যে প্রথম যেই ব্লগটি আছে তাতে ক্লিক করেন। আপনি সেই ব্লগ এ যান আপনি দেখেন আপনার প্রশ্নের উত্তর সেখানে আছে কিনা যদি পেয়ে যান তাহলে আপনি এই টপিক স্কিপ করেন বা এই টপিক এ আপনার আরো কিছু জানার থাকলে তা লিখে সার্চ করেন। কিন্তু যদি আপনি আপনার উত্তর না পেয়ে থাকেন তবে বেক বাটন বা ব্যাক স্পেস এ ক্লিক করে ২য় ব্লগটি পড়েন এইভাবে আপনি সর্বোচ্চ ৩টি ব্লগ পড়েন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়।

আপনি কিন্তু কখনো নেক্সট পেইজ এ যান না তো বিষয়টা কি দাড়ালো আপনি যখন একটি ব্লগ বানাবেন তখন আপনাকেও সেইম ভাবে প্রথম পাতার ১/২/৩ এর মধ্য থাকতে হবে তবেই কেউ আপনার ব্লগ পড়বে।

এখন কথা হচ্ছে আমি কিভাবে ১/২/৩ এর মধ্যে যাবো এইটাকে ব্লগিং এর ভাষায় বলা হয় এসইও (SEO)।

SEO Means: Search Engine Optimization

যদি সহজ ভাষায় বলি তাহলে সার্চ ইঞ্জিন এর অপ্টিমাইজড করে কোন একটি পার্টিকুলার কন্টেন্টকে ১ম পাতায় নিয়ে আসাই হচ্ছে SEO।

এই মুহূর্তে আপনি এইটুকু বিষয় মাথায় রাখলেই হবে এখনি সব জানতে গেলে সব আপনার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে আলটিমেটলি আপনি কিছুই বুঝবেন না।

তবে এইটা জেনে রাখুন এই ই-বুক শেষ এ আপনি মুটামুটি ভালো ধারণা পাবেন এই বিষয়ে নিজেও বুঝবেন এবং অন্যকেউ এই বিষয়ে দু-একটি কথা আপনি বলতে পারবেন এই গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।

একটি ব্লগ সাইট তেরী করার জন্য আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে নিশ রিসার্চ করা। আপনি হয়তো ভাবছেন নিশ আবার কি? সহজ করে বলছি নিশ হচ্ছে আপনি কি নিয়ে আপনার ব্লগ বানাবেন তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া।

আরো সহজ ভাবে বলতে গেলে আমি চাই আমার ব্লগ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক কথা বলতে। এখানে স্বাস্থ্য হচ্ছে আপনার নিশ। আশা করি নিশ কি বুঝাতে পেরেছি।

নিশ কত প্রকার?

নিশ কে আমি মূলত ২ প্রকার বলবো কেননা যদি বিস্তারিত বলতে হয় তবে নিশ নিয়েই একটি বই লেখা সম্ভব তাই যেইভাবে বিশ্লেষন করলে আপনার বুঝতে সুবিদা হয় সেই ভাবনা মাথায় রেখেই আমি বলছি নিশ ২ প্রকার।

১। ব্রড নিশ
২। মাইক্রো নিশ

নিচে একটি ছবির মাধ্যমে আপনাদের বুঝান চেষ্টা করবো নিশ কিভাবে কাজ করে।

এই ছবিতে "Fitness Niche" বিষয়টি ব্রড নিশ (Broad Niche) হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এর চারপাশে থাকা বিভিন্ন ছোট টপিকগুলো

— যেমন:

- Weight Gain
- Weight Loss
- Yoga
- Home Workouts
- Diet Plans

এসবকে মাইক্রো নিশ (Micro Niches) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছবির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে:

1. Fitness একটি বড় ক্যাটাগরি বা ব্রড নিশ।
2. এই ব্রড নিশের ভিতরে রয়েছে ছোট ছোট নির্দিষ্ট সাব-নিশ বা Micro Niches।
3. প্রতিটি সাব-নিশ আলাদা আলাদা অডিয়েন্স ও সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করে।

ব্লগিং জার্নি শুরু করার জন্য নতুন হিসেবে আমার সাজেশন থাকবে মাইক্রো নিশ নিয়ে শুরু করুন। এইখানে কম্পিটিশন কম এবং র‍্যাংক পাওয়া তুলনামূলক সহজ।

কিভাবে এই নিশ রিসার্চ করবেন?

আমি আপনাদের নিশ রিসার্চ করার কয়েকটি মাধ্যম দেখাবো যেমন টুলস এর মাধ্যমে রিসার্চ করা,গুগল এর মাধ্যমে রিসার্চ করা, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম এড নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে রিসার্চ করা, এবং নিজের সাথে কথা বলে রিসার্চ করা।

একটু অবাক হলেন তাই তো! অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি যেই মাধ্যমই ব্যবহার করেন না কেন ফাইনালি আপনাকে নিজের সাথে কথা বলার মাধ্যমেই নিশ সিলেক্ট করতে হবে। কেন করতে হবে তা বুঝিয়ে বলছি কিন্তু তার আগে দেখে নিন কিভাবে আপনি অন্যান মাধ্যমে রিসার্চ করবেন।

নিচে টুলস এর মাধ্যমে নিশ রিসার্চ করে দেখানো হলোঃ

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের নিশ রিসার্চ সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

গুগলের মাধ্যমে নিশ রিসার্চ করে দেখান হলোঃ

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের নিশ রিসার্চ সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম ওয়েবসাইট বাই-সেল মার্কেটপ্লেস এর মাধ্যমে রিসার্চ করে দেখানো হলোঃ

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের নিশ রিসার্চ সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

Journey By Mediavine Explorer

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে টুলস গুগল এবং রিভার্স ইঞ্জিন ফ্রম এড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিভাবে নিশ রিসার্চ করতে হয়।

এখন আপনি নিশ তো পেয়ে গেলেন তবে এই নিশ নিয়ে তো আপনি তেমন কিছুই জানেন না তাহলে কিভাবে আপনি অন্যদের সাহায্য করবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর খুজে না বের করলে আপনার ব্লগিং জার্নি আটকে যাবে কেননা আপনি কনফিউসড ।

চলুন উত্তর খুজি একটু চিন্তা করুন কিভাবে আপনি এই নিশের মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করতে পারেন। উত্তর খুব সহজ যদি আপনি টুলস সফটওয়্যার বা গুগলের কাছে যাওয়ার আগে একবার নিজের সাথে কথা বলতেন যে আমার কি ভালো লাগে, আমি কোন বিষয়ে এক্সপার্ট জাস্ট কিছুটা সময় এই বিষয়টি নিয়ে ভাবুন আপনার কি করতে ভাল লাগে আপনি কিসে এক্সপার্ট তাহলেই আপনি আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন।

এক্সামপলঃ আপনি সাঁতার পারেন না কিন্তু আপনার টুলস, গুগল্, বলছে এই নিশে আপনি ভাল করতে পারবেন তাহলে কি আপনার মনে হয় আপনি এই বিষয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন?

আমার মনে হয় না পারবেন, আপনি যেই বিষয়ে কোন ইন্টারেস্ট খুজে পান না সেই বিষয়ে ভালো কিছু করার সম্ভাবনা খুবই কম।

কিন্ত অন্যদিকে আপনি ভাল দৌড়াতে পারেন আর আপনি টুলস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে দেখলেন এই নিশে কাজ করলে ভাল কিছু সম্ভব তখন কিন্তু আপনি নিজের মধ্যে একটা এক্সট্রা কনফিডেন্স পাবেন কেননা আপনি এই বিষয়ে জানেন আপনার এই বিষয়ে ভালোলাগা কাজ করে, দৌড়াতে আপনি পছন্দ করেন আর মানুষ তার পছন্দের কাজ করতে যেয়ে কখনো হেয়ালি করে না।

কিন্তু সাঁতার আপনি পারেন না সাঁতার এর কথা শুনলেই আপনার মনে যেই ভয় কাজ করে সেই ভয়াভহ একটা বিষয় নিয়ে আপনি ব্লগিং করতে যাবেন তখন আপনি শুরু করলেও কিছু দিন পর সেইখানে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবেন। কারন সাঁতার আপনি পছন্দই করেন না যা আপনার ভাল লাগে না তা নিয়ে কথা বলতে, কাজ করতে, বা রিসার্চ করতে আপনার ভালো লাগবে না এটাই স্বাভাবিক।

দিনশেষে ব্লগিং এর মূলমন্ত্রই হচ্ছে রিসার্চ করা আপনি যতো বেশি রিসার্চ করবেন ততো বেশি এগিয়ে যাবেন।

আপনাকে এতোকিছু বুঝানোর লক্ষ একটাই অব্যশই আমরা টুলস সফটওয়্যার ব্যাবহার করব কিন্তু তার আগে নিজেদের ইন্টারেস্ট এক্সপার্ট এর টপিক সিলেক্ট করে তারপর টুলস এবং সফটওয়্যার এর কাছে যাবো। আশা করি আপনার নিশ নিয়ে আরো কোন প্রশ্ন নেই।

কিওয়ার্ড কি?

কিওয়ার্ড (Keyword) হচ্ছে এমন একটি শব্দ বা বাক্যাংশ যা মানুষ গুগল বা অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিনে লিখে কোন তথ্য খুজে বের করার জন্য।
সহজভাবে বললে:

“কিওয়ার্ড হচ্ছে আপনি সার্চ ইঞ্জিনে যা লিখেন, সেটা। “

যেমনঃ “How to improve health Condition”

এখানে আপনি জানতে চেয়েছেন কিভাবে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়। এটাই মূলত কিওয়ার্ড। আসুন একটু গভীর ভাবে আলচনা করি কিওয়ার্ড কি এর গুরুত্ব কতোটুকু ব্লগিং এ?

মনে করুন আপনার ব্লগ একটি বিল্ডিং যখন একটি বিল্ডিং তেরী করা হয় তখন বিল্ডিং টি যেন দাড়াতে পারে তার জন্য খুটি দেওয়া হবে। লক্ষ করে দেখবেন খুটির নিয়ে আপনি বেশি চিন্তিত থাকেন, কেননা খুটি নরবড়ে হলে যে কোন দূর্যোগে আপনার বিল্ডিং ধসে যেতে পারে সেই জন্য বিল্ডিং এর সব থেকে মজবুত বস্তুটি হচ্ছে খুটি। ঠিক একই ভাবে আপনার ব্লগ এর খুটি হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড। আপনি যতো ভালো কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন আপনার ব্লগ ততো বেশি মজবুত হবে।

একটি বিল্ডিং যেমন নানান ধরনের দূর্যোগ এর সাথে লড়াই করে টিকে থাকে তেমন ভাবে আপনার ব্লগ সাইটি ও গুগলের নানান ধরনের আপডেটের সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হবে। আমরা গুগলের আপডেট নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো যাতে আপনার এই বিষয়ে সকল ধরনের আইডিয়া থাকে।

তো কিওয়ার্ড কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এইটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা জানবো আমরা কিভাবে আমাদের ব্লগ এর জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করবো।

কিওয়ার্ড রিসার্চ এর জন্য আমরা ২ টি মাধ্যম দেখবো
১। ফ্রি তে কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা যায়
২। পেইড টুলস দিয়ে কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা যায়

ফ্রি কিওয়ার্ড রিসার্চ মেথড ঃ এই মেথড এ আমরা দেখবো কিভাবে আমরা একদম ফি তে কোন রকম হ্যাসেল ছাড়াই আমাদের ব্লগ এর জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি। ফ্রি মেথডে রিসার্চ এর জন্য আপনার কিছু এক্সটেনশন এর প্রয়োজন হবে তাই আগেই আপনার ব্রাউজার এ এগুলো এড করে নিন।

১। Keyword Everywhere

2. Keyword Surfer

3. Any Free VPN Which support USA server

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের কিওয়ার্ড রিসার্চ সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

পেইড টুলস কিওয়ার্ড রিসার্চ মেথড ঃ আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি পেইড টুলস কথাটা শুনলেই অনেকেই ভাবে না জানি কতো টাকার ব্যাপার। তবে আপনি একটু ফেইসবুক বা গুগলে যদি খোঁজেন “Group by tools” এইটা লিখে দেখবেন হাজারো প্রোভাইডার চলে আসছে।

পেইড টুলস কেনার জন্য আপনারা নানান ধরেনের সার্ভিস প্রোভাইডার পাবেন তাদের সাথে কথা বলে তাদের সার্ভিস কোয়ালিটি সম্পর্কে ভালো ভাবে জেনে তারপর সার্ভিস নিন।

বিঃদ্রঃ আপনার সর্বাচে ৫০০টাকা খরচ হতে পারে কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলস কেনার জন্য।

আসুন দেখে নেই কিভাবে পেইড টুলস দিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয়।

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের কিওয়ার্ড রিসার্চ সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে খুব অল্প সময়ে টুলস দিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে হয়।

নিশ রিসার্চ করা হলো নিশ অনুযায়ী কিওয়ার্ড রিসার্চ হলো। এখন আমাদের প্রয়োজন কি?
আমাদের এখন যা প্রয়োজন তা হলো ডোমেইন হোস্টিং। আসুন জেনে নেই ডোমেইন হোস্টিং কি কেন আমাদের ডোমেইন হোস্টিং প্রয়োজন।

স্টেপ - ৩
ডোমেইন, হোস্টিং, কি?

ডোমেইন কি?

আপনার ওয়েবসাইটের নাম বা ঠিকানা।

যেমন: google.com, facebook.com, affpilot.com এসবই ডোমেইন।

হোস্টিং (Hosting) কী?

যেখানে আপনার ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো রাখা হয়।

যেমনঃ ছবি, টেক্সট, ভিডিও, সবকিছু একটা জায়গায় রাখতে হয়। এই জায়গাটাই হলো হোস্টিং।

আসুন একটু অন্য ভাবে জানি ডোমেইন হোস্টিং কি?

ধরুন আপনি একটা দোকান দিবেন এই যে আপনি ভাবলেন দোকান দিবেন তার জন্য আপনার কি কি প্রয়োজন?

প্রথমেই প্রয়োজন আপনার দোকানের জন্য একটি জায়গা তারপর দোকানের একটি নাম।

এখন একটু ভাবেন তো আপনি যে ব্লগ সাইট টি খুলবেন অব্যশই তা আপনার একটি দোকান কেননা আপনার ব্লগটি মানুষের কাছে যাবে তারা দেখবে, পরবে তারপর আপনি সেইখান থেকে মানি জেনারেট করবেন। তো আলটিমেটলি তো আপনি একটি দোকান এই দিচ্ছেন আর সেই দোকানটি আপনি অনলাইনে দিচ্ছেন। তার মানে আপনাকে অনলাইন থেকেই দোকানের জন্য জায়গা নিতে হবে এবং একটি নাম নিতে হবে।

এই যে আপনি অনলাইন থেকে দোকানের যায়গা নিবেন নাম নিবেন এইখানে নাম বলতে ডোমেইন এবং জায়গা বলতে হোস্টিং কে বুঝানো হয়েছে।

কেন নিবেন ডোমেইন হোস্টিং?

এই যে আপনি আপনার ব্লগ এর জন্য নিশ রিসার্চ করলেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করলেন তারপর ব্লগ লিখবেন এই সব গুলো জিনিস তো আপনার একটা যায়গায় সংরক্ষিত রাখতে হবে। হোস্টিং আপনার সব ডাটা গুলো সংরিক্ষিত করে রাখবে এবং তার জন্য যারা হোস্টিং এর মালিক তাদের আমাদের একটা নিদিষ্ট পরিমান টাকা প্রদান করতে হবে তেমন করে ডোমেইন এর ক্ষেত্রেও সেইম একটি নাম আপনাকে ভাড়া দিয়ে আনতে হবে।

কেমন টাকার প্রয়োজন ডোমেইন হোস্টিং এর জন্য? ডোমেইন হোস্টিং বাজেট পুরুপুরি ভাবে আপনার উপর নির্ভর করবে। আপনি মুটামুটি ৫-৭ হাজার টাকার বাজেট যদি রাখেন তাহলে আপনি শুরু করতে পারবনে। তবে আপনার বাজেট যতো ভালো হবে আপনি ততো ভালো হোস্টিং পাবেন।

আপনি অনলাইন থেকে দোকানের যায়গা নিবেন নাম নিবেন এইখানে নাম বলতে ডোমেইন এবং জায়গা বলতে হোস্টিং কে বুঝানো হয়েছে।

কোথা থেকে কিনবো?

মার্কেটে নানান ধরনের প্রোভাইডার আছে যারা ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস দিয়ে থাকে এর মধ্যে বাজেট ফ্রেন্ডলি উল্লেখযোগ্য হোস্টিংগার, এক্সনহোস্ট, মেভ হোস্ট।

আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কারো সার্ভিস নিতে পারেন। তবে অব্যশই নেওয়ার আগে ভালো রিসার্চ করে নিবেন।

আশা করি আপনাদের এখন ডোমেইন হোস্টিং সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছি।

ডোমেইন নেইম রিসার্চঃ

আপনি যখন ডোমেইন কিনতে যাবেন তার আগে অব্যশই আপনাকে ডোমেইন নেইম রিসার্চ করে নিতে হবে।

আরো সহজ ভাবে বললে আপনি যেমন ব্লগ আপনার ওয়েবসাইটির জন্য একটি নাম ঠিক করেছেন আপনাকে দেখতে হবে সেই নামটি এভ্যাইলেভল আছে কিনা?

যদি এভ্যাইলেভল থাকে তবেই আপনি সেই নাম কিনতে পারবেন।
আসুন দেখে নেই কিভাবে আমরা আমাদের ব্লগ এর জন্য একটি সুন্দর নাম খুজে বের করতে পারি।

ধরুন আপনার নিশ হেলথ। এখন হেলথ এর জন্য আপনি যেসব নাম নিতে পারেন তার একটি আইডিয়া এবং কোন কোন নাম এভ্যাইলেভল আছে নেওয়ার জন্য তা দেখতে চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিতে পারেন।

জিপিটি তে লগিন করে **“Give me short, catchy, memorable 100 available .com domain name ideas in [niche] in bullet list”**
জিপিটি আপনাকে একটি লিস্ট দিয়ে দিবে।

আপনি এই লিষ্ট নিয়ে “https://www.bulkseotools.com/bulk-whois-lookup.php” সার্চ করলে দেখতে পাবেন কোন কোন ডোমাইন নেইম এভেইল্যাবল আছে। সেখান থেকে আপনি আপনার ডোমেইন নেইমটি কিনে নিতে পারবেন।

অব্যশই ডোমেইন কিনার আগে দেখে নিন এই ডোমেইন্টি আগে কেউ ব্যাবহার করেছে কিনা আর করে থাকলেও সে মিসইউজ করেছে কিনা।
ডোমেইন প্রিভিউস হিস্ট্রি চেক করুন “https://web.archive.org/” এই ওয়েবসাইটে।

ব্লগ সাইট লাইভ কিভাবে করবো?

এই সেকশনটি রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য যারা একদম এই সেক্টরে নতুন যারা তেমন কিছুই জানেন না তাদের জন্য। একটি সাইট কিভাবে লাইভ করতে হয় কিভাবে হোস্টিং এর সাথে ডোমেইন এর কানেকশন করে লাইভ করতে হয় তা নিচের একটি ভিডিও তে আমি দেখাবো।

তার সাথে আপনি দেখতে পারবেন কিভাবে আপনি একটি ব্লগ সাইট কে মোটামুটি একটি সুন্দর পরিপাটি ডিজাইনে নিয়ে আসতে পারেন খুব সহজেই।

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

আশা করি একটি সাইট কিভাবে লাইভ করতে হয় এবং ব্যাসিক কি বিষয়গুলো সাইটে প্রয়োজন হয় আপনারা খুব সুন্দর ভাবেই বুঝতে পেরেছেন।

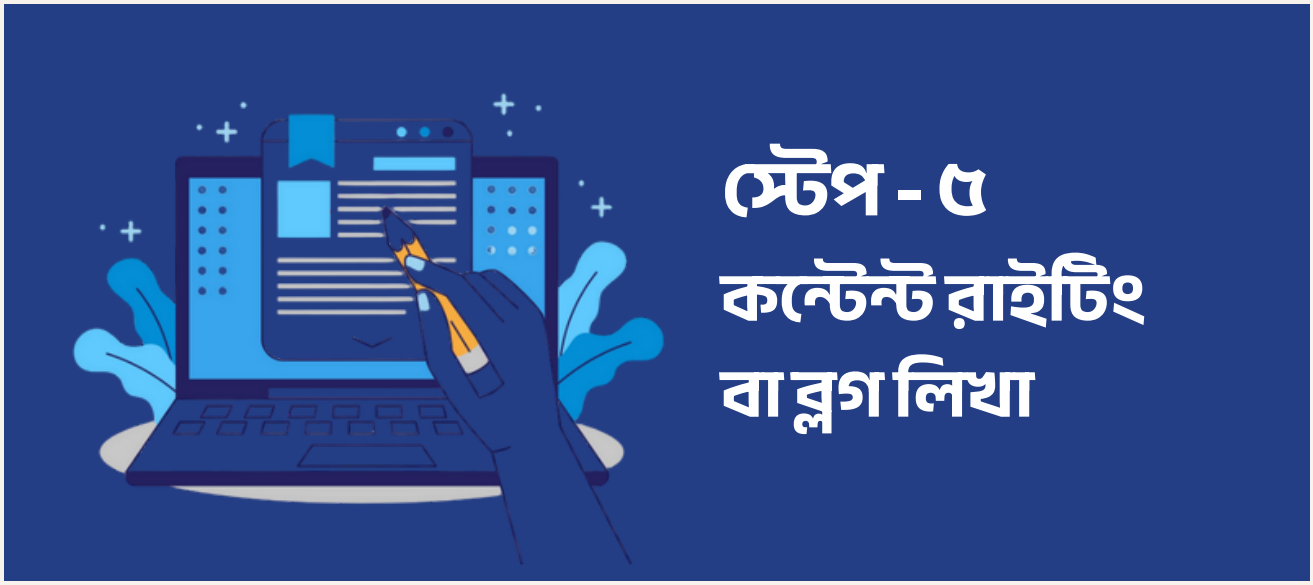

ব্লগ সাইট লাইভ কিভাবে করবো?

আপনার হয়তো মনে আছে আমি আপনাদের বলেছিলাম কিওয়ার্ড হচ্ছে আপনার বিল্ডিং এর খুটি এখন খুটি তো আপনি দিলেন কিন্তু এতে তো বিল্ডিং সম্পূর্ণ হলো না।

আপনার বিল্ডিং সম্পূর্ণ করতে আপনার প্রয়োজন খুটির উপর ছাদ করা। কন্টেন্ট হচ্ছে আপনার বিল্ডিং এর সেই ছাদ যা আপনাকে এই বিল্ডিং এর পূর্ণতা দিবে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনার যেমন শক্ত মজবুত খুটির প্রয়োজন ঠিক তেমন ভাবে আপনার ছাদ ডালাই ও করতে হবে মজবুত ভাবে যাতে করে কিছুদিন পর আপনার ছাদ ফুটু হয়ে ঘরে পানি না আসে।

যদি আর সুন্দর করে বুঝিয়ে বলি তাহলে কথাটা এমন হবে যে কিওয়ার্ড আপনার দোকানের সৌন্দর্য যা দেখে মানুষ আপনার কাছে আসবে আর কন্টেন্ট হছে সেই সৌন্দর্যের প্রতিমা যা আপনার কাস্টমার কে সে সুন্দর প্রোডাক্টি কিনতে বাধ্য করবে।

কিওয়ার্ড এবং কন্টেন্ট একে অপরের পরিপুরক। আপনি অনেক ভালো কিওয়ার্ড নিলেন কিন্তু আপনার কন্টেন্ট এর মান ভালো না তবে আপনি কোন ভাবেই ব্লগিং করে এগোতে পারবেন না। তাই আপনার যেমন ভালো কিওয়ার্ড রিসার্চ প্রয়জোন তেমন ভাবে কিওয়ার্ড এর পরিপূরক ভালো কন্টেন্ট ও প্রয়োজন।

কিভাবে কন্টেন্ট লিখবেন?
কন্টেন্ট এমন একটি পার্ট যা আপনি চাইলেই লিখতে পারবেন না। আমাদের বাংলাদেশে আপনি অনেক অনেক ডিজিটাল মার্কেটার পাবেন এসিও এক্সপার্ট পাবেন তবে কন্টেন্ট রাইটিং এক্সপার্ট খুব একটা পাবেন না। না পাওয়ার অনেক কারন ও আছে তবে কারন খুঁজলে তো আমাদের লাভ নেই আমাদের প্রয়জোন সমস্যার সমাধ্যান এই যে আপনি কন্টেন্ট লিখতে পারেন না তাহলে কিভাবে আপনি আপনার ব্লগ সাইট নিয়ে আগাবেন? যেখানে সমস্যা আছে সেইখানেই সমাধান আছে!

কি সেই সমধানঃ এইযে আমরা এতো এতো ব্লগ সাইট দেখছি কিছু একটা লিখে সার্চ করা মাত্রই এতো এতো সাইট লিস্ট চলে আসে গুগলে তাহলে কি যাদের সাইট আসে সবাই রাইটার বা কিছু সংখক রাইটার মিলে বিলিয়ন বিলিয়ন ব্লগ সাইটের কন্টেন্ট লিখেছে এটা কি সম্ভব?

এটা কখনোই সম্ভব না কিছু সংখক মানুষ কখনো বিলিয়ন বিলিয়ন ব্লগ এর কন্টেন্ট লিখে নাই। আপনি জানলে অবাক হবেন যে ১১% অফিসিয়াল ব্লগ কন্টেন্ট তেরী হয় এ আই টুলস দিয়ে আরো অবাক করা বিষয় এইটা যে ৫৭% ওয়েবসাইট এর কন্টেন্ট তেরী করে এ আই টুলস। কি বিশ্বাস হচ্ছে না ? না হওয়াই স্বাভাবিক তবে আপনি বিশ্বাস না করে উপায় নেই। সার্চ করে ফেলুন গুগলে " how many blog site content are made by ai tool" উত্তর আপনার সামনেই আছে।

আসুন শুনি আমার আপনার নেগেটিভ মাইন্ড কি বলে?
আমি তো শুনেছি এ, আই কন্টেন্ট র‍্যাংক করে না, এগুলো নাকি কয়েকদিন পর ভ্যানিস হয়ে যায়, আমরা হতাশার গল্পটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি তবে সাকসেস স্টোরি টা মনোযোগ দিয়ে শুনি না কেননা আমরা অন্যের ভাল সহ্য করতে পারি না।

এই যে ৫৭% ওয়েবসাইট এর কন্টেন্ট এ আই লিখে তাহলে তারা কেন এ আই দিয়ে কন্টেন্ট লিখতেছে এইটা একবার ভাবুন তো? তারা কি এতোই বোকা, তাহলে ত গুগল ও বোকা সত্যি বলতে এসব নেগেটিভিটি তারাই ছড়ায় যারা সত্যি অর্থে জানেই না কিভাবে এ আই কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করতে হয়। হ্যা এটাই সত্যি যে তারা জানেই না কিভাবে এ আই টুলস দিয়ে কন্টেন্ট লিখে দিনের পর দিন কাজ করা যায় টাকা ইনকাম ও করা যায়।

ডেখুন আপনি খেলা শুরু করার আগেই যদি প্রতিপক্ষ দেখে পালিয়ে যান তবে তো আপনি খেলতে নামার আগেই হেরে গেছেন তবে যদি চিন্তা করেন প্রতিপক্ষ যতোই শক্তিশালী হউক না কেন আমি হারলেও খেলেই হারবো তবেই আপনি আসন খেলোয়ার। তাই নাম মাত্র বল্গার না হয়ে আসুন সত্যি কারের ব্লগার হই।

এ আই টুলস

আমরা এই সেকশনে ২টি এই টুলস এর সাথে পরিচিত হবো এবং আমরা দেখবো কোন এ -আই আমাদের কন্টেন্ট এর মান ঠিক রেখে একটি ভাবো এসিও ফ্রেন্ডলি একটি কন্টেন্ট আমাদের জেনারট করে দিতে পারে। হ্যা অব্যশই আপনাকে এ-আই নিয়ে ধের্য ধরে কাজ করার মন মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

ChaTGpt- Free Version : চেট জিপিটি সম্পর্কে তেমন ভাবে কিছুই বলার নেই কেননা সবাই মোটামুটি চেট জিপিটি সম্পর্কে জানেন।

তবে আসুন জেনে নেই চ্যাট জিপিটি কিভাবে আমার কন্টেন্ট তেরী করতে আমাকে সাহায্য করে।

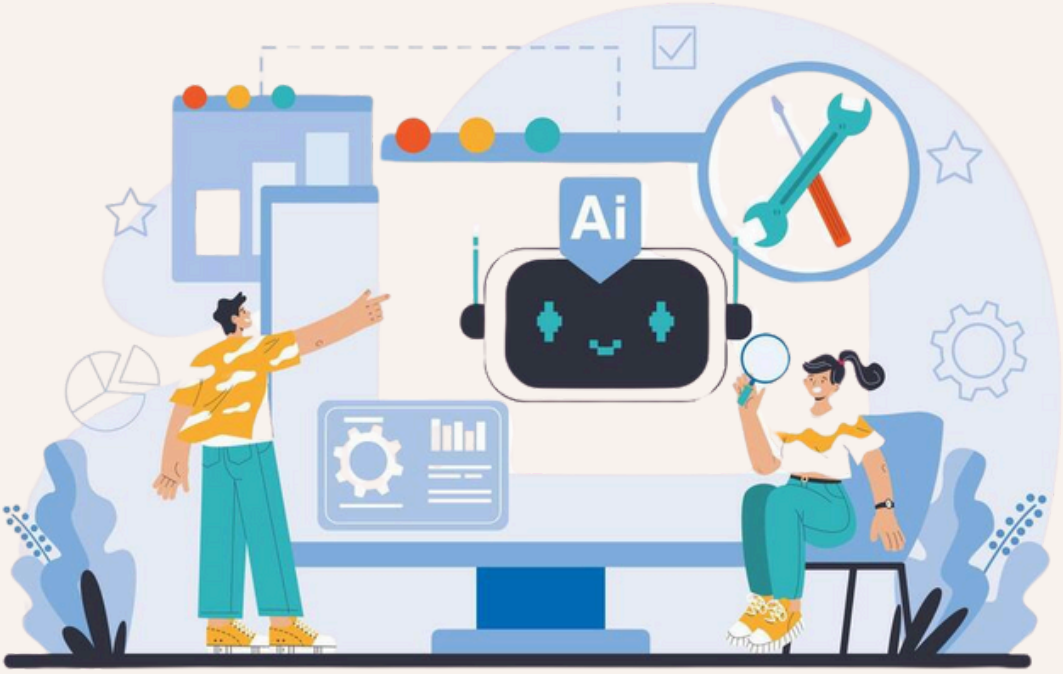

চ্যাট জিপিটি নিয়ে কন্টেট লিখার জন্য আপনার একটু এডভান্স হতে হবে কেননা জিপিটি একটি রবট তাকে এমন ভাবে বানানো হয়েছে যাতে আপনি তাকে যাই বলবেন সে আপনাকে তাই লিখে দিবে কার জন্য লিখা কিসের উদ্দেশ্যে লিখা এসব সে ভাবতে পারে না যার জন্য দেখা যায় যে আপনি যা লিখতে দিয়েছেন তা তো সে লিখবেই তার সাথে তার ইচ্ছা অনুযায়ী লিখা সে নিয়ে আসবে।

সুতরাং আপনাকে আগে বুঝতে হবে কিভাবে আপনি জিপিটি ব্যাবহার করবেন এবং কিভাবে তার থেকে একটী ভালো আউটপুট আপনি নিয়ে আসবে।

নিচের ভিডিও টি দেখলে আপনি বুঝে যাবেন কিভাবে চ্যাট জিপিটি দিয়ে আপনাকে একটি ভালো মানের কন্টেন্ট লিখা যায়।

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের কন্টেন্ট জেনারেশন সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

বিঃদ্রঃ যখন আপনি জিপিটি ফ্রি ভার্সন ব্যাবহার করবেন তখন আপনি তার থেকে খুব একটা এডভান্স লেভেলের ইনফরমেশন পাবেন না।

Affpilot - Ai Writing Tools : এই টুলস এর সবথেকে ভালো দিক হুচ্ছে এই টুলস এ আপনি শুধু আপনার কিওয়ার্ড দিয়ে দিলেই সে আপনাকে একটি কন্টেন্ট লিখে দিবে।

আপনাকে তার বুঝাতে হবে না আপনি কার জন্য এই কন্টেন্ট লিখছেন। এই টুলস এমন এক প্রযুক্তি ব্যাবহার করা হয়েছে যার মাধ্যমে সে একটি কিওয়ার্ড দেখার পর নিজ থেকেই বুঝতে পারে এই কিওয়ার্ড এর ইউজার ইন্টেন যার ফলে ইউজার কি জানতে চাচ্ছে তা সে খুব সহজেই বুঝতে পারে এবং তা স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করতে সক্ষম।

সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে সে কন্টেন্ট অনুযায়ী এই টুলস আপনাকে ছবি ও প্রদান করবে এবং আপনার ব্লগে এই কন্টেন্ট সে পাব্লিশ ও করে দিবে।

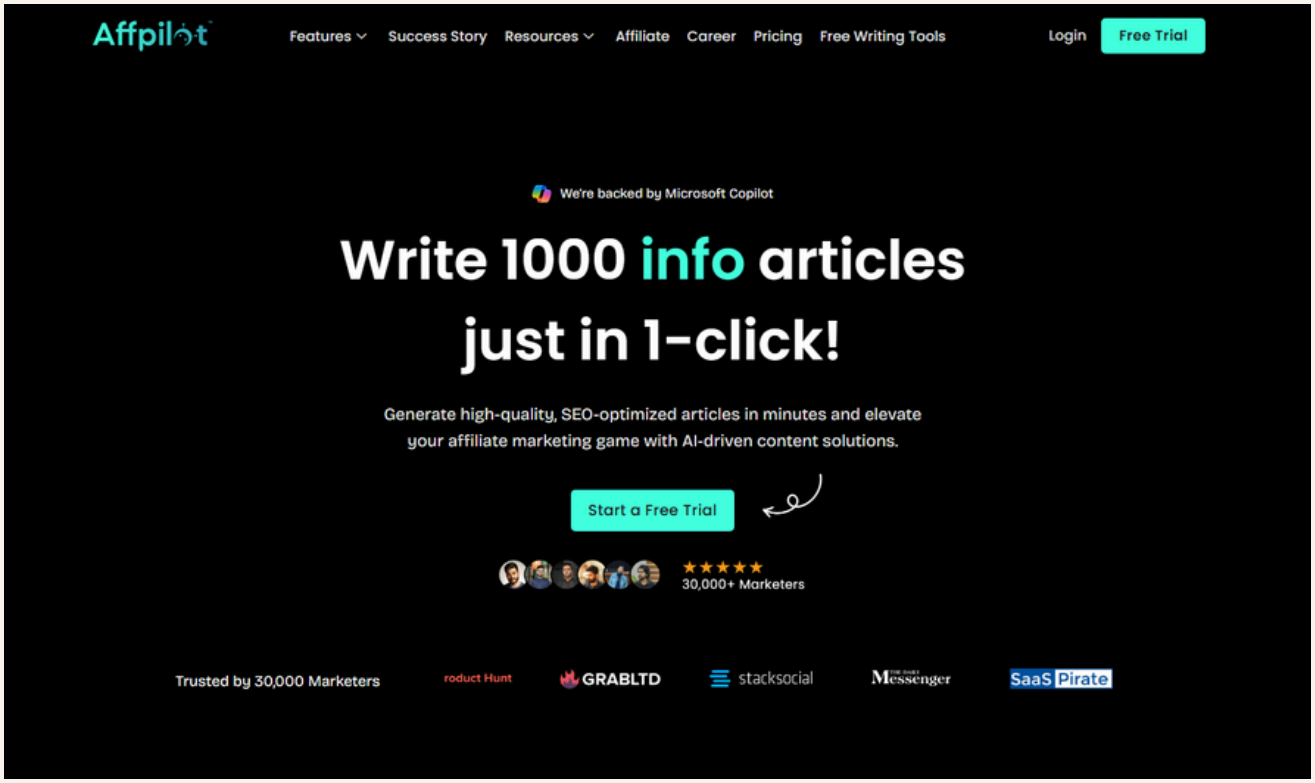

তাছাড়া এই টুলসে আছে নানান ধরনের ফিচার এবং প্রত্যকটি ফিচার আলাদা ডিজাইন করা হয়েছে যার ফলে আপনি যখন শুধু ইনফোরমেটিভ কন্টেন্ট লিখবেন তখন সে ফিচার ব্যবহার করেই লিখতে পারবেন। যখন আপনি রিভিও কন্টেন্ট লিখবেন তখন রিভিও ফিচার ব্যাবহার করেই লিখতে পারবেন।

আমার দেখানো যতো গুলো আর্নিং এর প্রমান আপনারা দেখেছেন প্রত্যাকটি ব্লগ এই টুলস দিয়ে আমি লিখেছি। আমার দেখা বেস্ট এ- আই টুলস যা কিনা আপনার কন্টেন এর কোয়ালিটি ঠিক রেখে আপনাকে এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট লিখে দিতে পারে।

বিঃদ্রঃ যেহুতু এ আই টুলস অব্যশই আপনাকে কন্টেন্ট এ হিউম্যান টাচ দিতে হবে ভালো রিজল্ট পাওয়ার জন্য।

আশা করি কন্টেন্ট নিয়ে আপনার আর কোন সমস্যা আর নেই।

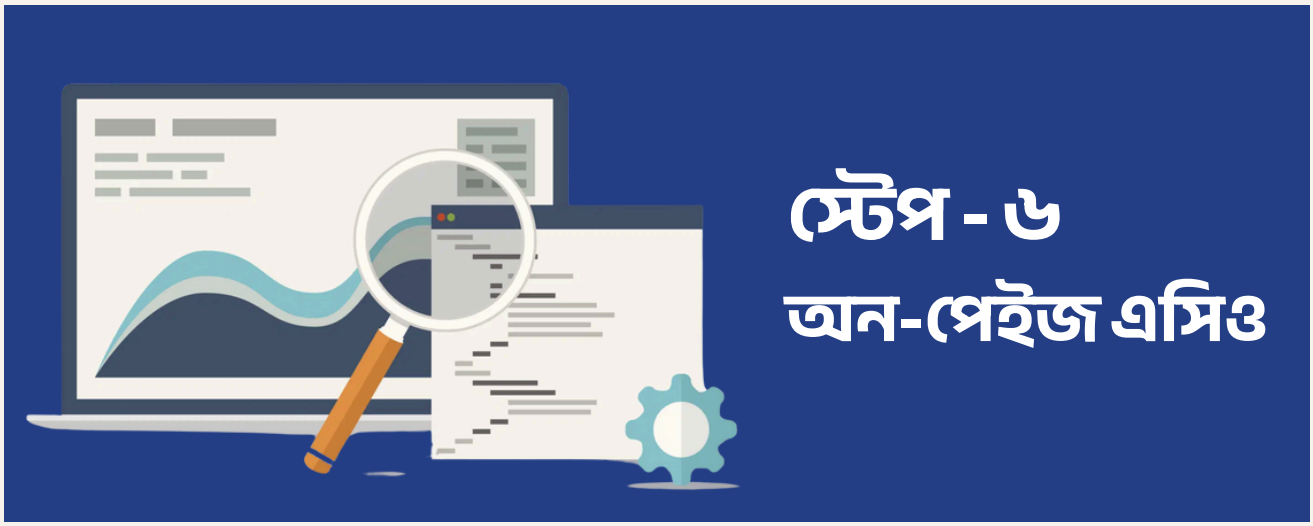

ব্লগ সাইট লাইভ কিভাবে করবো?

অন-পেইজ এসিওঃ অন-পেইজ এসইও মানে হলো **আপনার ওয়েবসাইটের ভেতরের কাজ ঠিক করা,** যেন গুগল বুঝতে পারে আপনি কোন বিষয়ে লিখেছেন এবং গুগল সেই অনুযায়ী আপনার ওয়েবসাইটকে র‍্যাংক দেয়।

সহজভাবে বলা যায়:
আপনি যদি একটা বই লিখেন, তাহলে সেই বইয়ের নাম, পরিচিতি, অধ্যায়ের শিরোনাম, ছবি এইসব সুন্দর করে সাজানো থাকলে পাঠকও বুঝবে, আর গুগলও বুঝবে এটা কী নিয়ে লেখা। এই অংশের সর্বাদিক কাজ আপনাকে **Affpilot-Ai Writing Tools করে দিবে।**

আমি একটি ভিডিও তে আপনাকে দিখিয়ে দিবো কিভাবে একটি ব্লগ কন্টেন্ট কে আপনি অন-পেইজ এসিও করে গুগল এবং পাঠকের জন্য গড়ে তুলবেন। নিচের ভিডিওতে কিভাবে অন পেইজ এসিও করতে হয় তা দেখানো হলঃ

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সের এস ই ও সেকশনে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

অন-পেইজ এসইও = গুগল + পাঠক, দুইজনের জন্যই ওয়েবসাইট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা।
আশা করি অন-পেইজ এসিও নিয়ে আপনার আর কোন প্রশ্ন নেই আমি চেষ্টা করেছি অন-পেইজ এসিও নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার যাতে আপনারা অন-পেইজ নিয়ে একটা ভাল ধারণা নিতে পারেন।

স্টেপ - ৭
অফ-পেইজ এসিও

সহজ ভাষায় বললে:

আপনি যদি একজন ভালো ডাক্তার হন, কিন্তু অন্য কেউ আপনাকে নিয়ে ভালো কিছু না বলে, তাহলে মানুষ বিশ্বাস করবে না যে আপনি একজন ভাল ডাক্তার। কিন্তু যদি অন্য ডাক্তার বা পেশাদাররা আপনাকে রেফার করে, তাহলে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে এবং সহযেই মানুষ বিশ্বাস করবে আপনি ভালো একজন ডাক্তার।

ঠিক তেমনভাবেই, অফ-পেইজ এসইও মানে হলো অন্য ওয়েবসাইট, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়া বা ফোরাম থেকে আপনার ওয়েবসাইটের কথা বলা, লিংক দেওয়া বা রেফার করা।

অফ পেইজ এসিও পরিধী অনেক বড় হয়তো লিখতে শুরু করলে শেষ করা কঠিন হয়ে যাবে অন্যদিকে আপনারাও এতো কিছু পড়ে বুঝতে পারবেন না। তাই একটী ব্লগ শুরু করার জন্য যেই বিষয়গুলো অত্যান্ত জরুরী সেইসব নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো এবং বাকি গুলো নিয়ে একটা আংশিক ধারণা আপনাদের দিবো।

অফ-পেইজ এসিও কে সাধারণত ব্যাকলিঙ্ক নামেই সবাই জেনে থাকে। উপরের আলোচনায় আমি বলছিলাম অন্য কেউ যদি আপনাকে রেফার করে তবে গুগল এবং পাঠকের কাছে বিশ্বস্থতা বাড়ে এইখানে রেফার করাই মূলত ব্যাক্লিঙ্ক করা বা পাওয়া। এখন হতে পারে কেউ নিজ থেকে আপনাকে রেফার করল হতে পারে আপনি তাকে রিকুয়েস্ট করলেন যাতে আপনাকে সে রেফার করে। তবে একটি নতুন ব্লগকে মূলত নিজ থেকে কেউ রেফার করে না সুতরাং শুরুতে আপনার রেফার আপনাকেই করে নিতে হবে।

আসুন দেখি একটি নতুন ব্লগ এর জন্য আমরা শুরুতে কার থেকে ব্যাক্লিঙ্ক নিতে পারি ঃ
উদাহরণ: সাস্থ বিষয়ক অফ-পেইজ এসইও
আপনি যদি লেখেন—"সাস্থ ভালো রাখার ১০টি উপায়", তাহলে নিচের কাজগুলো হতে পারে অফ-পেইজ এসইও:

- প্রোফাইল ব্যাকলিঙ্কঃ প্রোফাইল ব্যাকলিংক (Profile Backlink) মানে হলো আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে নিজের নামে প্রোফাইল খুলে, সেখানে নিজের ওয়েবসাইটের লিংক শেয়ার করা। এটি সহজ, ফ্রি এবং SEO'র জন্য খুব কার্যকর একটি অফ-পেইজ কৌশল।
- ✅ সোশ্যাল শেয়ারিং: সোশ্যাল শেয়ারিং (Social Sharing) মানে হলো আপনার কনটেন্ট (যেমন ব্লগ পোস্ট, ভিডিও, প্রোডাক্ট, সার্ভিস) ফেসবুক, লিংকডইন, টুইটার, পিন্টারেস্ট, ইত্যাদিতে শেয়ার করা, যাতে বেশি মানুষ দেখে, ক্লিক করে এবং গুগল বুঝতে পারে এই কনটেন্টটা জনপ্রিয়।

- ✅ Quora/Reddit মন্তব্য: কেউ প্রশ্ন করল —"কিভাবে সাস্থ ভালো রাখবো?" আপনি উত্তর দিলেন এবং নিজের পোস্টের লিংক শেয়ার করলেন।

এইখানে একদম ব্যাসিক কিছু ব্যাকলিঙ্ক নিয়ে আমরা কথা বলছে তবে এগুলা ছাড়াও কিছু গুরত্বপূর্ণ ব্যাকলিঙ্ক রয়েছে যারা আপনার ব্লগকে সরাসরি র‍্যাংক এ নিয়ে আসতে সহয়তা করবে। যেমনঃ-

১/ ব্লগ কমেন্টিংঃ আপনি আপনার নিশ অনুযায়ী কোন একটা ব্লগ এ যেয়ে তার ব্লগ পোস্ট সম্পর্কে কিছু বলবেন এবং নিজের ব্লগ সম্পর্কে একটি লিংক দিয়ে জানিয়ে আসবেন। তবে অব্যশই মাথায় রাখবেন যাতে আপনার বলা কথা গুলো রিলেভেন্স মেইন্টেইন করে মানে আপনি আপনার লাভের জন্যই আসছেন তা তাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।

সার্চ ট্রামঃ কিভাবে খুজে বের করবেন

[your niche] "leave a comment"

[your niche] "post a comment"

[your niche] "comments are closed"

[your niche] "you must be logged in to post a comment"

[your niche] "powered by WordPress"

[your niche] "add new comment"

[your niche] "reply to comment"

[your niche] "login to comment"

[your niche] inurl:/blog/ intext:Leave a Comment

[your niche] intitle:"blog" + "post a comment"

উদাহরণঃ Digital Marketing "Leave a Comment"

২। সোস্যাল বোকমার্কিংঃ সোশ্যাল বুকমার্কিং (Social Bookmarking) হলো এমন একটি SEO কৌশল যেখানে আপনি বিভিন্ন সোশ্যাল বুকমার্কিং সাইটে আপনার ওয়েবসাইটের পেজ, আর্টিকেল বা লিংক শেয়ার করেন, যাতে সার্চ ইঞ্জিন এবং মানুষ দুজনেই সহজে সেই কনটেন্ট খুঁজে পায়।

৩। ফোরাম ব্যাকলিঙ্কঃ ফোরাম ব্যাকলিঙ্ক (Forum Backlink) মানে হলো—বিভিন্ন ফোরামে (যেমন Quora, Reddit, বা নির্দিষ্ট নিস ভিত্তিক ফোরাম) গিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, আলোচনায় অংশ নেওয়া, এবং নিজের ওয়েবসাইটের লিংক শেয়ার করা। এটি একটি জনপ্রিয় ও সহজলভ্য off-page SEO কৌশল। এই লিঙ্ক নেওয়ার জন্য অব্যশই আপনাকে ফোরামের গাইডলাইন পড়ে নিতে হবে নতুবা আপনার ফোরাম একাউন্ট ডিসোবঅল হয়ে যাবে।

সার্চ টার্মঃ কিভাবে খুজে বের করবেন

[your niche] + forum

[your keyword] + “discussion board”

[your keyword] + “community”

উদাহরণ: digital marketing + forum

৪। গেস্ট পোস্ট ব্যাকলিঙ্কঃ গেস্ট পোস্ট ব্যাকলিঙ্ক বলতে আপনি একজন গেস্ট হয়ে অন্য কার ব্লগে পোস্ট করবেন এবং সেই পোস্ট থেকে আপনার ব্লগের জন্য ব্যাকলিঙ্ক নিবেন। এটা একদম White-Hat SEO টেকনিক এবং Google-এর কাছে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাকলিঙ্কের সোর্স।

সার্চ টার্মঃ কিভাবে খুজে বের করবেন

write for us + [your niche]

guest post guidelines + [your topic]

উদাহরণ: write for us + digital marketing

আশা করি ব্যাকলিংক নিয়ে আপনারা একটা ভালো ধারনা পেয়েছেন তবে আমি আগেই বলেছি এর পরিধী অনেক বড় যতোটুকু সম্ভব আপনাদের মাঝে তুলে ধরেছি যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিদে না হয়।

টেকনিক্যাল SEO (Technical SEO) মানে হলো আপনার ওয়েবসাইটের সেইসব টেকনিক্যাল দিকগুলো ঠিক করা, যাতে সার্চ ইঞ্জিন (যেমন Google) সহজে আপনার সাইটকে ক্রল করতে পারে, ইনডেক্স করতে পারে, এবং বুঝতে পারে।

সহজভাবে বললে:
টেকনিক্যাল SEO মানে হলো – ওয়েবসাইটের ভিতরের কাজ ঠিক করা যাতে সার্চ ইঞ্জিন আপনার সাইটকে ভালভাবে দেখতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে বলি:
আপনাদের বুঝানোর জন্য আরো একটু সহজ ভাবে বলি ধরুন আপনার সাইট যদি একটা দোকান হয়, তাহলে টেকনিক্যাল SEO মানে হলো –

- দরজাটা ঠিক আছে কিনা (সাইট ওপেন হয় ঠিকঠাক),
- দোকানের ভেতর ঢুকে সব কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা (নেভিগেশন/ইউআরএল),
- দোকানটা পরিষ্কার এবং গতি ভালো কিনা (স্পিড অপটিমাইজেশন),
- অন্ধকার না যেন Google বট দেখে বুঝতে পারে (XML Sitemap, Robots.txt),
- ভেতরের রাস্তা গুলো ভুল না হয় (ব্রোকেন লিঙ্ক ফিক্স করা)।

টেকনিক্যাল SEO-র কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ:

- Website Speed Optimization
- ওয়েবসাইট দ্রুত লোড হচ্ছে কিনা
- Mobile-Friendly Design
- মোবাইল থেকে ভিজিট করলে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে কিনা
- SSL Certificate (HTTPS)
- সাইট সিকিউর আছে কিনা (Google এটা র‍্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর ধরে)
- XML Sitemap
- Google কে বোঝানো, কোন কোন পেইজ ইনডেক্স করা উচিত
- Robots.txt
- Google কে বলে দেওয়া কোন পেইজ দেখা যাবে না
- Canonical Tags

- ডুপ্লিকেট কনটেন্ট থাকলে কোনটা আসল সেটা বোঝানো
- Structured Data (Schema Markup)
- Google কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া যেন Rich Snippet দেখায়
- Fixing Broken Links
- 404 পেইজ ঠিক করা
- Internal Linking Structure
- কোন পেইজ কোনটার সাথে লিংক আছে সেটা গুছানো
- আসুন প্রত্যাকটি কাজ কেন করা হবে এবং কিভাবে করা হছে বিস্তারিত দেখে নেই।

✅ 1. Website Speed Optimization (ওয়েবসাইট দ্রুত লোড হচ্ছে কিনা)

কেন দরকার?

একটা ছোট্ট লোডিং টাইম, কিন্তু বিশাল ক্ষতি! তার অন্যতম উদাহরণ ছিলো Amazon.

২০০৬ সালে Amazon একটা স্টাডি করে দেখায়, যদি ওয়েবসাইট লোড হতে ১০০ মিলিসেকেন্ড (মানে এক সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ) বেশি সময় লাগে, তাহলে তাদের সেলস ১% কমে যায়।

ভাবুন তো, শুধু ১০০ms দেরিতে পেজ খুললো, আর তাতে ১% রেভিনিউ চলে গেলো!

২০০৬ সালে এর মানে ছিলো প্রায় ১০৭ মিলিয়ন ডলার লোকসান। আর আজকের হিসাবে সেটা দাঁড়ায় ৩.৮ বিলিয়ন ডলার! ভাবতে পারেন একটা ১ সেকেন্ড এর ও কম সময়ের মূল্য কতোটুকু।

তাই Slow website মানেই visitor চলে যাবে।
Google-এর মতে, ৩ সেকেন্ডের বেশি লোড টাইম হলে অনেক ইউজার সাইট থেকে বেড়িয়ে যায়। এটা bounce rate বাড়ায় এবং ranking কমে যায়।
যা করতে হবে:

- Image compress করুন
- Lazy loading ব্যবহার করুন
- Unused JS/CSS minimize করুন
- Caching ব্যবহার করুন (e.g., LiteSpeed Cache)

CDN ব্যবহার করুন (Cloudflare বা BunnyCDN)

✅ 2. Mobile-Friendly Design (মোবাইল থেকে ভিজিট করলে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে কিনা)
কেন দরকার?
Google এখন Mobile-first indexing করে। মানে সাইটের মোবাইল ভার্সনটা আগে দেখে। মোবাইলে ঠিকমতো না দেখালে র‍্যাঙ্ক কমে যাবে।

যা করতে হবে:

- Responsive design ব্যবহার করুন
- টেক্সট ছোট না হয় যেনো
- বাটন/লিংক মোবাইলে ট্যাপ করতে সুবিধা হয়

✅ 3. SSL Certificate (HTTPS)

কেন দরকার?

HTTPS মানে সাইটে তথ্য আদান-প্রদান সুরক্ষিত।
Google এটা একটি র‍্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হিসেবে দেখে।
HTTP সাইটে "Not Secure" দেখায়, যা visitor-এর বিশ্বাস কমায়।

যা করতে হবে:

- SSL certificate ইনস্টল করুন (Let’s Encrypt ফ্রি)

সব পেইজ HTTPS-এ redirect করুন

✅ 4. XML Sitemap

কেন দরকার?

এটা Google কে বলে দেয় কোন কোন পেইজ সাইটে আছে এবং কোনটা আগে index করা উচিত। এটাকে SEO-এর জন্য roadmap বলা যায়।

যা করতে হবে:

- Yoast বা RankMath plugin দিয়ে XML Sitemap তৈরি করুন
- Google Search Console-এ সাবমিট করুন

✅ 5. Robots.txt

কেন দরকার?

সব পেইজ Google-কে দেখাতে হয় না। কিছু পেইজ যেমন admin panel, cart page—এসব block করে রাখাই ভালো।

যা করতে হবে:

- robots.txt ফাইলে Disallow: দিয়ে প্রয়োজনীয় পাথ ব্লক করুন

ভুল করে important পেইজ block করে ফেলবেন না

✅ 6. Canonical Tags

কেন দরকার?

একই content যদি একাধিক URL-এ থাকে, Google বিভ্রান্ত হয়। Canonical tag দিয়ে বোঝানো হয় কোনটা আসল পেইজ।

যা করতে হবে:

- ডুপ্লিকেট কনটেন্ট থাকলে canonical tag দিয়ে মূল URL দেখিয়ে দিন
- WordPress SEO plugin দিয়ে সহজে বসানো যায়

✅ 7. Structured Data (Schema Markup)

কেন দরকার?

Google বুঝতে পারে এই পেইজে কী আছে। যেমন Product, Review, FAQ ইত্যাদি। এতে Rich Snippets দেখা যায়, যা CTR বাড়ায়।

যা করতে হবে:

- JSON-LD format ব্যবহার করুন
- FAQ, Review, Product-এর জন্য Schema বসান

Google’s Rich Results Test দিয়ে চেক করুন

✅ 6. Canonical Tags

কেন দরকার?

একই content যদি একাধিক URL-এ থাকে, Google বিভ্রান্ত হয়। Canonical tag দিয়ে বোঝানো হয় কোনটা আসল পেইজ।

যা করতে হবে:

- ডুপ্লিকেট কনটেন্ট থাকলে canonical tag দিয়ে মূল URL দেখিয়ে দিন
- WordPress SEO plugin দিয়ে সহজে বসানো যায়

✅ 7. Structured Data (Schema Markup)

কেন দরকার?

Google বুঝতে পারে এই পেইজে কী আছে। যেমন Product, Review, FAQ ইত্যাদি। এতে Rich Snippets দেখা যায়, যা CTR বাড়ায়।

যা করতে হবে:

- JSON-LD format ব্যবহার করুন
- FAQ, Review, Product-এর জন্য Schema বসান
- Google’s Rich Results Test দিয়ে চেক করুন

✅ 8. Fixing Broken Links (404 পেইজ ঠিক করা)

কেন দরকার?

404 পেইজ মানে পেইজ মিলে নাই বা কোনোভাবে ডিলিট হয়ে গেছে। সার্চ ইঞ্জিনে Bad User Experience হিসেবে গণ্য হয়। SEO-তে খারাপ প্রভাব পড়ে।

যা করতে হবে:

- Google Search Console বা Broken Link Checker দিয়ে broken URL খুঁজুন

সেগুলো redirect করুন (301 redirect)

✅ 9. Internal Linking Structure (পেইজগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত কিনা)

কেন দরকার?

Internal linking দিয়ে Google বুঝে কোন পেইজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ইউজাররা এক পেইজ থেকে অন্য পেইজে সহজে যেতে পারে।

যা করতে হবে:

- প্রতিটি ব্লগে অন্য রিলেটেড ব্লগের লিংক দিন
- Anchor text প্রাসঙ্গিক রাখুন
- Homepage থেকে গুরুত্বপূর্ণ পেইজে লিংক রাখুন

এইসব কাজগুলো ঠিকমতো করলে Google আপনার ওয়েবসাইটকে সহজে বুঝতে পারবে, দ্রুত ইনডেক্স করবে এবং ভালোভাবে র‍্যাঙ্ক দেবে।

সংক্ষেপে:
Technical SEO হলো ওয়েবসাইটের ব্যাকেন্ডের "গুছানো কাজ", যাতে সার্চ ইঞ্জিন সহজে আপনার সাইট বুঝতে পারে, স্ক্যান করতে পারে, এবং ভালোভাবে র‍্যাঙ্ক দিতে পারে।

আশা করি আপনাদের টেকনিক্যাল এসইও সম্পর্কে একটি মুটামুটি ধারণা আমি দিতে পেরেছি। আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যালি করবেন তখন আরো ভালো ভাবে বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আপনি ভালো মানের হোস্টিং নিলে এবং প্রপারলি সাইট সেটআপ করলে ৮০% টেকনিক্যাল এসইও অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে সো এগুলা নিয়ে অত টেনশন এর কিছু নেই।

একটি ব্লগ মনিটাইজ আপনি নানান ভাবে করতে পারবেন তবে আপনি যেই ভাবেই মনিটাইজ করেন না কেন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনার ব্লগে নিয়মিত কিছু ভিজিটর আসছে কিনা।

ধরুন আপনি আপনার ব্লগটি এডসেন্স দ্বারা মনিটাইজ করলেন কিন্তু আপনার সাইটে তেমন ভিজিটর নেই সেক্ষেত্রে আপনার ইনকাম হবে না এটাই স্বাভাবিক তাই অব্যশই নূন্যতম কিছু ভিজিটর রেগুলার পাওয়ার পর মনিটাইজেশন এর চিন্তা করুন।

আসুন দেখি আমরা কি কি মাধ্যমে আমাদের সাইট থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারি।
আমরা ৩টি মাধ্যম নিয়ে আলচনা করবো যার মাধ্যমে আমরা ব্লগ থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারি।

১। এডসেন্সঃ

Google AdSense হলো গুগলের একটি advertising network, যেটা ওয়েবসাইট মালিকদের তাদের সাইটে বিজ্ঞাপন দেখিয়ে আয় করার সুযোগ দেয়। আপনি জানলে অবাক হবেন যে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন ব্লগ সাইট গুগল এডসেন্স ব্যাবহার করে।

সার্চ করুন “how many website using adsense” আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন। এটি একটি অনত্যম আলোচিত মাধ্যম ইনকাম সোর্স এর জন্য।

✅ কিভাবে AdSense অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যায়? (Full Step-by-Step Guide)

এডসেন্স এপ্রোভাল এর জন্য আপনার সর্বপ্রথম দরকার একটি ওয়েবসাইট যা দেখতে একটি প্রফেশনাল সাইট মনে হবে।

সব সময় একটি বিষয় মাথায় রাখবেন গুগোল কে সর্বদা বুঝানোর চেষ্টা করুন আপনি একজন অভিজ্ঞ মানুষ এবং তার জন্য এই কাজ গুলো করুনঃ-

ওয়েবসাইট বা ব্লগ

- নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করুন (যেমন: yourname.com)
- Fast, mobile responsive design দিন
- SSL (HTTPS) এক্টিভ করুন – Google নিরাপদ সাইট পছন্দ করে
- ডিজাইন যেন clean হয়, pop-up বা flashy না হয়

ইউনিক এবং মানসম্মত কনটেন্ট লিখুন

Content is King AdSense এর approval-এর ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- অন্তত ১৫-২০টি ইউনিক ও কোয়ালিটি ব্লগ পোস্ট রাখু
- প্রতিটি পোস্টে ৯০০–১৫০০ শব্দ থাকা উচিত (ব্লগ লেন্থ)
- কোনো প্রকার কপি-পেস্ট না করুন (অন্য কারো কন্টেন ব্যাবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- বানান ও গঠন যেন ঠিক থাকে (অব্যশই বানান চেক করুন, আপনি grammarly extension ব্যাবহার করুন বানান চেক করার জন্য)
- পোস্টে Headings, Bullet points, এবং relevant image রাখুন কপি ইমেজ ব্যাবহার না করে Canva দিয়ে ইমেজ ডিজাইন করে ব্যাবহার করুন।

AI tool দিয়ে লেখলেও অবশ্যই ম্যানুয়ালি এডিট করুন যেন লেখা দেখে মনে হয় একজন মানুষই লিখেছে।

ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয় পেজ তৈরি করুন
Google দেখে আপনি সিরিয়াস কিনা আপনার সাইটে কি আছে না আছে গুগোল এর রবোট তা চেক করেই আপনাকে আপ্রোভাল দিবে তাই নিচের পেজগুলো অবশ্যই থাকতে হবে আপনার ওয়েবসাইটেঃ-

1. ✅ About Us
2. ✅ Contact Us
3. ✅ Privacy Policy
4. ✅ Disclaimer
5. ✅ Terms & Conditions (Optional)

এই পেইজগুলো কিভাবে বানাবেন তার জন্য আপনারা প্রথমেই দেখুন আপনার নিশে যারা কাজ করছে তারা কিভাবে এই পেইজগুলো বানিয়েছে। এবং অব্যশই তাদের দেখুন যারা ইত্যিমধ্যে এডসেন্স এপ্রোভাল পেয়েছে। আপনি শুধু তাদের থেকে একটা আইডিয়া নিবেন কখনই তাদের থেকে কপি পেস্ট করতে যাবেন না। নিজের ভাবনা থেকে নিজের মতো করে বানিয়ে নিন আপনার ব্লগের এই গুরুত্বপূর্ণ পেইজগুলো।

ওয়েবসাইটে Navigation এবং UI ঠিক করুন

এডসেন্স এপ্রোভাল পাওয়ার জন্য ওয়েবসাইট নেভিগেশন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেনন যখন গুগোল এর রবোট আপনার সাইট ভিজিট করতে যাবে তখন যদি সে সহজেই এক পেইজ থেকে অন্য পেইজে না যেতে পারে তাহলে সে সেই সাইটকে রিজেক্ট করে দেয় যার জন্য এই স্টেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখে নিন কি কি প্রয়োজনঃ-

- হোমপেজ থেকে সব পেজে সহজে যাওয়া যায় কিনা দেখুন
- Category, Menu Bar যেন পরিষ্কারভাবে থাকে
- Broken link, under construction কিছু না থাকে
- Sidebar ও footer অংশে গুছানো তথ্য দিন

একটি Gmail দিয়ে Google AdSense অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

- https://www.google.com/adsense/start/ এই লিংকে যান
- Gmail দিয়ে Sign up করুন
- আপনার ওয়েবসাইটের নাম দিন
- Country সিলেক্ট করুন এবং Terms accept করুন

AdSense কোড ওয়েবসাইটে বসান

Google আপনাকে একটি HTML কোড দেবে। এটা আপনাকে ওয়েবসাইটের <head> সেকশনে বসাতে হবে।

WordPress ব্যবহার করলে → "Insert Headers and Footers" plugin ব্যবহার করে এটি করতে পারবেন।

নিচে একটি ভিডিওতে কিভাবে একটি ইমেইল থেকে একাউন্ট খুলে ব্লগ এড করে কিভাবে কোড বসাতে হবে আপনারা তা দেখতে পাবেন।

ভিডিওটি Affpilot Academy পেইড কোর্সে আপলোড করা আছে। আপনি যদি কোর্সে এনরোল করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখে নিন।

রিভিউ ও অপেক্ষা

AdSense টিম আপনার সাইট রিভিউ করে দেখে:

- কনটেন্ট কেমন?
- ওয়েবসাইটে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স কেমন?
- গাইডলাইন ঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?

⏳ সময় লাগে: ৩ দিন থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত।

যদি Reject হয়?

প্রতিটি কাজের ভালো খারাপ উভয় দিক থাকে। দিনের সূর্য না উঠলে যেমন রাতের আধার দেখা যায় না তেমন করে আপনার কাজে বাধা না আসলে আপনি কোথায় ভুল করেছেন তা বুঝতে পারবেন না। রিজেক্ট আসলে গুগলের দেয়া কারণ পড়ে বুঝুন কোথায় ভুল হয়েছে আপনার।

সাধারণত সমস্যা হয়:

- Low content
- AI content without editing
- Navigation issues
- Copyrighted images/content
- No Privacy Policy

১। Low content

এডসেন্স এর প্রায়ই এই রিজেকশন আসে তবে এর সমাধান ও রয়েছে। আপনার ব্লগে পাবলিশ করা কন্টেন্ট গুলোতে আরো ইনফো কিভাবে এড করা যায় তা লক্ষ করুণ। পরিচিত কিছু সাইট থেকে ইন্টারনাল লিংক করুন এবং কিছু অথরেটি সম্পন্ন সাইট এর রেফারেন্স ব্যাবহার করুন।

২। AI content without editing

আমি আগেই বলেছি যেহুতু আমরা টুলস দিয়ে কন্টেন্ট লিখব তাই অব্যশই চেষ্টা করবো আমাদের কন্টেন্ট ও হিউম্যান টাচ দিতে যাতে করে গুগোল ডিটেক্ট না করে যে আমার দেওয়া কন্টেন্ট এ আই। আমি আগেও বলেছি নিজের মধ্যে দিদ্বা রাখবেন না যে এই আই কন্টেন্ট আমি তো এপ্রোভাল পাবো না। যেখানে ৫৭% ব্লগ কন্টেন্ট এ,আই দিয়ে বানানো সেইখানে আপনি ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

৩। Navigation issues

এডসেন্স রিজেকশন এর অন্যতম কারণ Navigation issues কেননা গুগোল আপনার ওয়েবসাইট চেক করবে একটি রবোট দিয়ে যার ফলে যদি রবোট আপনার ওয়েবসাইট এসে গুরুত্বপূর্ণ পেইজগুলোতে না যেতে পারে তাহলে সে আপনাকে রিজেকশন দিবে যার জন্য অবশ্যই (Home, About, Contact Us, Privacy Policy) এই পেইজগুলো হোমপেইজ এ রাখুন। একটি সাইট-বার ব্যাবহার করুন যেখানে আপনার অথর এর ডিটেইলস থাকবে। মূল কথা এমনভাবে হোমপেইজ সাজান যাতে গুগোল রবোট সহজেই বুঝতে পারে আপনি কি নিয়ে ব্লগ করছেন এবং কোথায় কি আছে।

৪। Copyrighted images/content

আপনার ব্লগে অন্য কারো পাব্লিশ করা ছবি বা কন্টেন্ট যদি ব্যাবহার করে থাকেন তাহলে তা রিমুভ করুন। অবশ্যই নিজের বানানো ছবি ব্যাবহার করুন । স্পিন করা কন্টেন্ট ব্লগে ব্যাবহার করবেন না।

৫। No Privacy Policy
প্রাইভেসি পলেসি পেইজ ক্রিয়েট করুন এবং আপনার হোমপেইজ এ তা দৃশ্যমান রাখুন। আপনারা ফ্রি তে কোথা থেকে প্রাইভেসি পেইজ ক্রিয়েট করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে।
(https://www.privacypolicygenerator.info/)

আশা করি আপনারা যদি সব গুলো বিষয় সঠিকভাবে খেয়াল করেন এবংন ভুলগুলো ঠিক করে **২ সপ্তাহ পরে আবার আবেদন করুন ইনশাআল্লাহ আপ্রোভাল পাবেন।**

২। এমাজন অ্যাফিলিয়েটঃ

Amazon Affiliate (মূল নাম: Amazon Associates) হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানে আপনি এমাজনের পণ্য প্রমোট করে কমিশন পান।

চলুন সহজভাবে বোঝাই —

এমাজন অ্যাফিলিয়েট কি?

আপনি যদি কারো এমাজনের কোনো পণ্যের লিংক শেয়ার করেন, আর সে যদি ঐ লিংক ক্লিক করে পণ্যটা কিনে, তাহলে আপনি কিছু টাকা পাবেন কমিশন হিসেবে।

এটাই হলো Amazon Affiliate Marketing।
আমার দেখানো আর্নিং এর ছবিগুলোতে আপনারা দেখেছেন আমি কিভাবে এমাজন অ্যাফিলিয়েট এর মাধ্যমে মাসে ১ লক্ষ টাকা ইনকাম করে যাচ্ছি।

কিভাবে শুরু করবেন?

এমাজন অ্যাফিলিয়েট শুরু করতে আপনার নিজের কোনো পণ্য লাগবে না শুধু এমাজনের প্রোডাক্টের বিশেষ লিংক (Affiliate Link) শেয়ার করতে হয়। কেউ যদি সেই লিংক দিয়ে কিছু কিনে, আপনি তার থেকে কমিশন পান।

চলুন সমপূর্ণ কাজটি কিভাবে করতে হবে দেখে নেই।

ধাপ ১: একটা ওয়েবসাইট / ব্লগ তৈরি করুন

- এমাজন অ্যাফিলিয়েট শুরু করতে আপনার প্রথমেই প্রয়োজন একটি ব্লগ ওয়েবাসাইট যার মাধ্যমে আপনি আপনার এমাজন অ্যাফিলিয়েট জার্নি স্টার্ট করতে পারবেন।
- যদিও নানান ধরনের সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও এমাজন অ্যাফিলিয়েটকরা যায় তবে আমরা যেহুতু ব্লগ নিয়ে কথা বলক্সহি আমরা ব্লগ নিয়ে কিভাবে প্রপারলি একটা ভালো এমাউন্ট নিয়ে আসা যায় তাই চিন্তা করবো।
- নিজের পছন্দের একটি নিস (যেমন: ঘরের জিনিস, ইলেকট্রনিক্স, ফ্যাশন) বেছে নিন।

ধাপ ২: Amazon Associates-এ সাইন আপ করুন

- যান 👉 https://affiliate-program.amazon.com
- “Sign Up” করুন
- আপনার ওয়েবসাইট লিংক দিন
- পেমেন্ট তথ্য ও ট্যাক্স ইনফো দিন

ধাপ ৩: অ্যাফিলিয়েট লিংক তৈরি করুন

- Amazon এ যান, যেকোনো প্রোডাক্টে ক্লিক করুন
- Amazon SiteStripe ব্যবহার করে "Get Link" দিন
- এই লিংক আপনার ওয়েবসাইট বা ব্লগ কন্টেন্ট এ ব্যাবহার করুন।

ধাপ ৪: কনটেন্ট তৈরি করুন

ধরুন আপনার ব্লগটি কফি মেকার রিলেটেড। এখন আপনি চাচ্ছেন এমাজন অ্যাফিলিয়েট করতে তাহলে আপনাকে কফি ব্লেন্ডার নিয়ে একটি রিভিও কন্টেন্ট লিখতে হবে মানুষকে জানাতে হবে কফি ব্লেন্ডার এর সুবিধা অসুবিধা এবং এই প্রডাক্ট রিলেটেড যতো ইনফো আপনি পারে আপনার কন্টেন্ট এ আপনি অ্যাড করবেন। তারপর এমাজন থেকে আপনার অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট লিংক আপনার ব্লগে বসাবেন এবং কেউ যদি আপনার ব্লগ পড়ে সেই লিংক ক্লিক করে সেই প্রোডাক্ট কিনে তাহলে আপনি এমাজন থেকে কমিশন পাবেন।

যেমনঃ

- টপ ১০ প্রোডাক্টের লিস্ট বানান (যেমন: “Best Headphones Under $1000”)
- সমস্যা ও সমাধান ভিত্তিক আর্টিকেল লিখুন (যেমন: “Best Coffee maker for home ”)

আমি আপনাদের আগেই বলেছি কিভাবে একটি টুলস আপনার কন্টেন্ট এর সকল সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে। আপনারা Affpilot- Ai Writing Tools ব্যাবহার করেই এই রিভিউ আর্টিকেল সহজেই লিখে নিতে পারেবেন।

ধাপ ৫: ভিজিটর আনুন

- গুগলে র‍্যাংক করার জন্য SEO করুন। আপনি ইত্যিমধ্যে জানেন আপনার কন্টেন্ট র‍্যাংক করানোর জন্য আপনার কি কি কাজ করতে হবে।

- ফেসবুক, পিন্টারেস্ট বা ইউটিউব থেকে ট্রাফিক আনুন আপনার ব্লগে। আপনার কন্টেন্টী সোস্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিন যাতে আপনার সোস্যাল মিডিয়া থেকে ভিজিটর আসে।

ধাপ ৬: বিক্রি হলে কমিশন পাবেন

- কেউ যদি আপনার লিংকে ক্লিক করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিছু কিনে ফেলে, আপনি কমিশন পাবেন।
- কমিশনের পরিমাণ ১% থেকে ১০% পর্যন্ত হতে পারে প্রোডাক্টের ধরন অনুযায়ী।

আসুন দেখি এমাজন অ্যাফিলিয়েট থেকে কেমন আর্নিং সম্ভব।

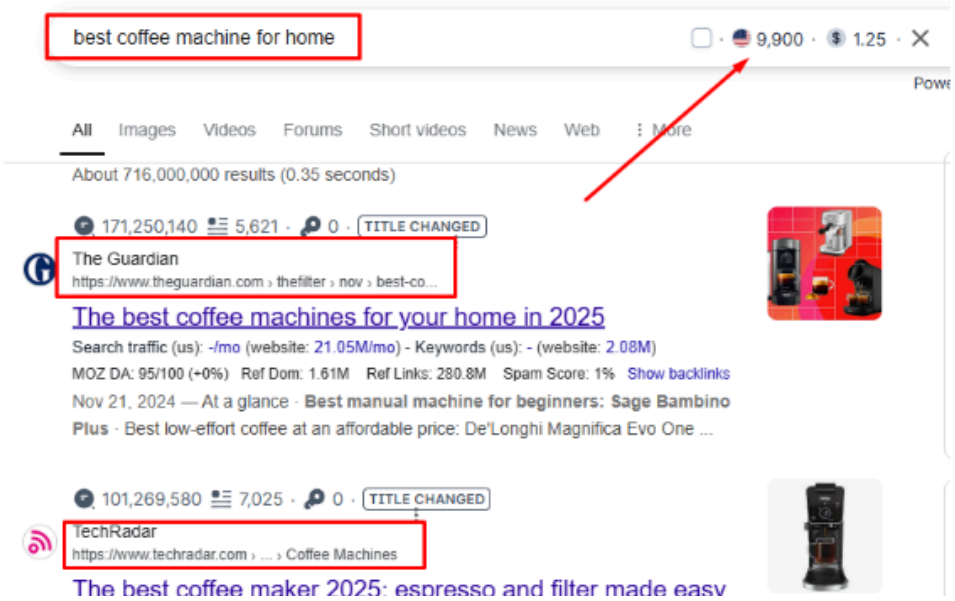

ছবিটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে “best coffee machine for home” এই কিওয়ার্ড এর সার্চ ভলিউম প্রায় ১০ হাজার টুলস এর মতে যদিও এর সার্চ ভলিউম আরো অনেক বেশি। তবুও যদি আমরা ধরে নেই মান্থলি ১০ হাজার মানুষ “best coffee machine for home” লিখে সার্চ করে।

একটু খেয়াল করে দেখবেন আপনি যখন “best coffee machine for home” লিখে সার্চ করবেন তখন আপনার ইন্টেনশন টা আসলে কি?
আপনি যদি কফি মেশিন সম্পর্কে জানতে চাইতেন তাহলে গুগলে কি লিখে সার্চ করতেন?

আপনি নিশ্চই সার্চ করতেন “what is coffee machines” কিন্তু যখন আপনি সার্চ করলেন “best coffee machine for home” তার মানে হচ্ছে আপনি জানেন কফি মেশিন কি আর এখন আপনি এইটা কিনতে চাচ্ছেন তাই বেস্ট কফি মেশিনটি আপনি খুজছেন।

তাহলে যদি ১০ হাজার মানুষ মান্থলি কিনার জন্য সার্চ করে আর সেখান থেকে ১% মানুষ ও তা কিনে তাহলে সংখ্যাটা কতো দাঁড়ায়।
দশ হাজার এর ১% যদি কিনে তাহলে ১০০ মানুষ এইটা কিনছে আর আপনি যদি আপনার সাইট ১ নাম্বার পজিশনে নিয়ে যেতে পারেন তবে ১০০জন ক্রেত্রা থেকে আপনি মিনিমাম ৬০ জন ক্রেতা পাচ্ছেন।
এখন একটা কফি মেশিন এর জন্য আপনি কতো কমিশন পাচ্ছেন আসুন দেখে নেই।

নিচে এমাজন অ্যাফিলিয়েট এর কমিশন রেইট দেখে নিন।

Product Category	Fixed Commission Income Rates
Amazon Games	20.00%
Luxury Beauty, Luxury Stores Beauty, Amazon Explore	10.00%
Digital Music, Physical Music, Handmade, Digital Videos	5.00%
Physical Books, Kitchen, Automotive	4.50%
Amazon Fire Tablet Devices, Amazon Kindle Devices, Amazon Fashion Women's, Men's & Kids Private Label, Luxury Stores Fashion, Apparel, Amazon Cloud Cam Devices, Fire TV Edition Smart TVs, Amazon Fire TV Devices, Amazon Echo Devices, Ring Devices, Watches, Jewelry, Luggage, Shoes, and Handbags & Accessories	4.00%
Toys, Furniture, Home, Home Improvement, Lawn & Garden, Pets Products, Headphones, Beauty, Musical Instruments, Business & Industrial Supplies, Outdoors, Tools, Sports, Baby Products, Amazon Coins	3.00%
PC, PC Components, DVD & Blu-Ray	2.50%
Televisions, Digital Video Games	2.00%
Amazon Fresh, Physical Video Games & Video Game Consoles, Grocery, Health & Personal Care	1.00%
Gift Cards; Wireless Service Plans; Alcoholic Beverages; Digital Kindle Products purchased as a subscription; Food prepared and delivered from a restaurant; Amazon Appstore, Prime Now, or Amazon Pay Places	0.00%
All Other Categories	4.00%

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমাজন একটি কফি মেশিন এর বিক্রির জন্য আমাদের ৩% কমিশন দিবে। তাহলে আমাদের জানা উচিত কফি মেশিন এর দাম কতো ? নিচে দেখে নিন একটি কফি মেশিন এর দাম

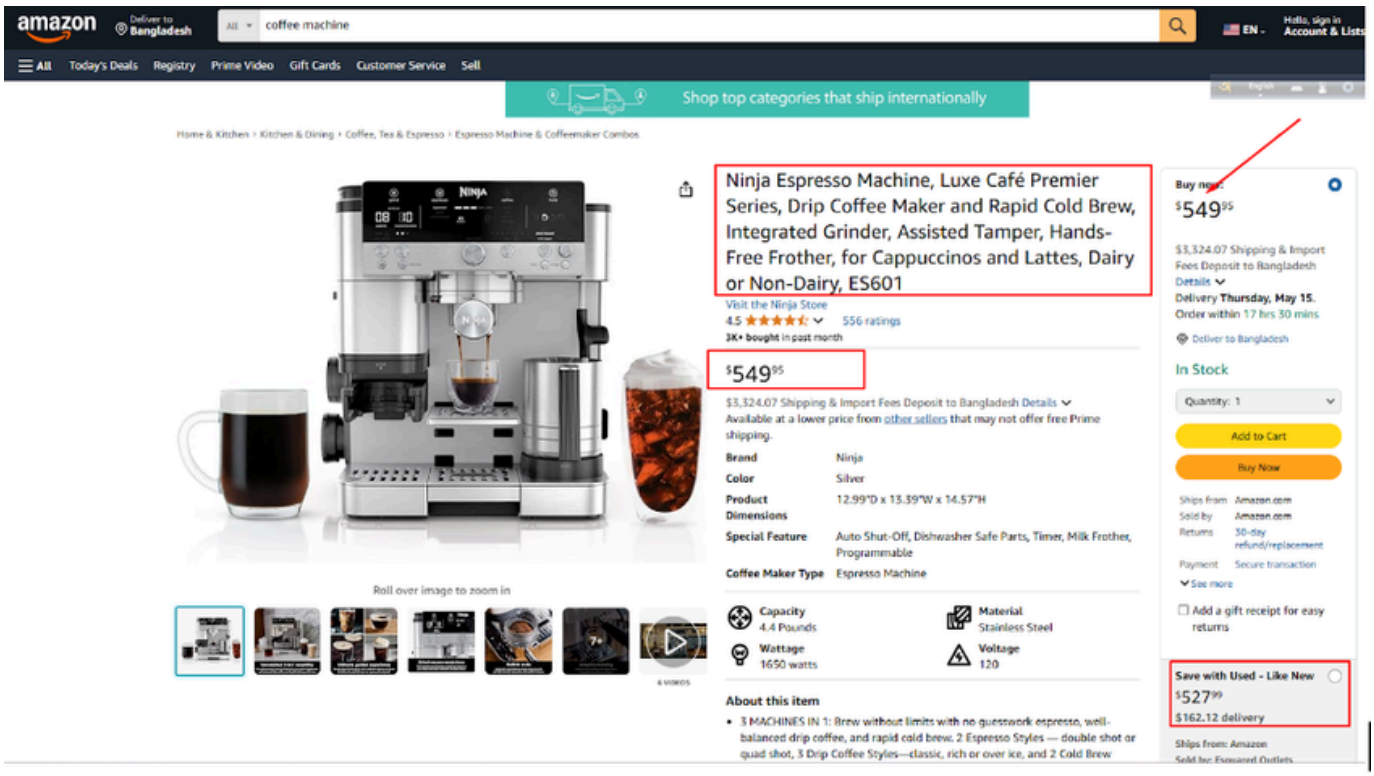

তাহলে একটি কফি মেশিন যদি ৫৫০ ডলার হয় তবে আমরা পাই প্রতিটি কমিশনে ১৬ ডলার ৫০ সেন্ট। যদি আমরা ৬০টা সেল পাই তবে ৯৯০ ডলার আসে শুধু মাত্র এই কফি মেশিন এর কন্টেন্ট এর মাধ্যমে।

একটু মন দিয়ে ভাবুন আপনি এমন কতোগুলো প্রডাক্ট এর রিভিও কন্টেন্ট দিতে পারেন এবং কেমন ইনকাম জেনারেট করতে পারেন এমাজন অ্যাফিলিয়েট থেকে।

আশা করি আপনারা এমাজন অ্যাফিলিয়েট কি কিভাবে করে সকল বিষয়েই একটি ভালো ধারণা পেয়েছেন।

৩। সার্ভিস সেলস (মনিটাইজ)

সার্ভিস সেলস মনিটাইজ অপশন খুব কম মানুষ ব্যাবহার করে কেননা আমরা সবাই ইন্টারন্যাশানাল ভিজিটর নিয়ে কাজ করে থাকি যার জন্য বাংলাদেশীরা সার্ভিস সেলস মনিটাইজেশন অপশন খুব কম ব্যাবহার করা হয়। তবে আমি এই মনিটাইজকে গুরুত্ব দেই কেননা আমি সরাসরি সেলস এবং ইনকাম জেনারেট করতে পারছি। এই মনিটাইজেশন এর মাধ্যমে আমাকে কারো উপর নির্ভর হতে হচ্ছে না।

আসুন একটু ডিটেইলস কথা বলি,
ধরুণ আপনি কফি মেশিন ট্যাকনিশিয়ান আপনার একটি ব্লগ আছে যেখানে আপনি কফি মেশিন এর ব্যাসিক বিষয় গুলো শেয়ার করেন সেখানে আপনি একটি কন্টেন্ট দিলেন “coffee machine repair” এই কিওয়ার্ড কে টার্গেট করে এবং প্রপার এসিও করার ফলে আপনি গুগলের প্রথম পাতায় র‍্যাংক পেলেন এতে করে কি হচ্ছে আপনি আপনার সার্ভিস সেল করতে পারছেন আপনার ব্লগ এর মাধ্যমে। সরাসরি আপনার কাস্টমার আপনার থেকে তার কফি মেশিন ঠিক করে নিচ্ছে বিনিময়ে আপনাকে সার্ভিস চার্জ দিচ্ছে। এই জন্যই আমি সার্ভিস মনিটাইজেশন কে এখানে তুলে ধরেছি।

আশা করি আপনারা কি কি উপায়ে আপনাদের ব্লগ মনিটাইজেশন করে ইনকাম জেনারেট করতে পারবেন তা জানতে পেরেছেন এবং একটী ভালো ধারণা পেয়েছেন।

আপনি যেই অপশনি বেছে নিন না কেন অব্যশই আপনাকে প্রযাপ্ত সময় নিয়ে কাজ করতে হবে এবং হাল ছাড়া যাবে না এই মেন্টালিটি নিয়েই কাজ করতে হবে।

ব্লগ ফ্লিপিং বা ওয়েবসাইট ফ্লিপিং মানে হলো একটি ওয়েবসাইট বানিয়ে সেটিকে ভিজিটর ও ইনকাম সহ ডেভেলপ করে পরে সেটা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা।

“ধরুন আপনি একটা Amazon affiliate ব্লগ তৈরি করলেন। প্রতি মাসে ৩০০ ডলার ইনকাম হচ্ছে। এখন আপনি চাইলে এটা ২০-৩০ গুণ দামে বিক্রি করতে পারেন, অর্থাৎ ৬,০০০ – ৯,০০০ ডলারেও বিক্রি সম্ভব।

একটি ব্লগ সর্বাচ্চে ৩৫ থেকে ৪০ গুন বেশি দামে সেল করা সম্ভব হয়।

কোথায় ফ্লিপ করবো?

১. Flippa.com

- সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফ্লিপিং মার্কেটপ্লেস
- নতুন বা ছোট ইনকাম করা সাইটও বিক্রি করা যায়
- **ফিচার:**
  - সাইট ইনকাম, ভিজিটর, ট্রাফিক দেখিয়ে লিস্টিং করা যায়
  - অটো ভ্যালুয়েশন টুল আছে
  - অনেক বেশি বায়ার

২. MotionInvest.com

- ছোট-মাঝারি ব্লগ বা অ্যাফিলিয়েট সাইটের জন্য ভালো
- ইনকাম না থাকলেও ভিজিটর থাকলে বিক্রি করা যায়

৩। Flippium.com

- বাংলাদেশভিত্তিক ওয়েবসাইট ফ্লিপিং মার্কেটপ্লেস
- লোকাল মার্কেটের জন্য সহজে সাইট কেনা-বেচা করার সুযোগ
- **ফিচার:**
    - নতুন উদ্যোক্তা ও ডেভেলপারদের জন্য উপযোগী

দেশীয় লেনদেন ব্যবস্থা সহজ

এক্সট্রা স্টেপ

গুগোল আপডেট

গুগোল আপডেট (Google Algorithm Update) নিয়ে সঠিক ধারণা না থাকলে ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্কিং হুট করে কমে যেতে পারে। তাই নিচে সহজ ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করছি।

গুগোল আপডেট কী?

গুগোল নিয়মিত তার সার্চ অ্যালগরিদম পরিবর্তন করে যাতে ইউজাররা ভালো মানের কনটেন্ট পায়। এই পরিবর্তনগুলোই Google Algorithm Update নামে পরিচিত।

গুগোল কেমন আপডেট দেয়?

১. Core Update (মূল আপডেট)

- বছরে ২-৩ বার হয়।
- সার্চ র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় পরিবর্তন আনে।
- মানহীন কনটেন্ট, AI-spammy কনটেন্ট, ফেক তথ্য – এসবকে নিচে নামায়।

২. Helpful Content Update

- Unedited AI জেনারেটেড বা কেবল র‍্যাঙ্কিং-এর জন্য লেখা বাদ দেয়।
- ইউজারকে আসলেই হেল্প করে এমন কনটেন্টকে প্রাধান্য দেয়।

৩. Spam Update

- স্প্যাম কনটেন্ট, লিঙ্ক ফার্ম, হ্যাকড সাইট ধরা পড়ে।
- অটোমেটেড কনটেন্ট বা "clickbait" শিরোনাম penalize হয়।

৪. Product Review Update

- রিভিউ কনটেন্টে যদি আসল অভিজ্ঞতা না থাকে বা কপি হয়, তখন সেটাকে নিচে নামায়।
- যারা আসল রিভিউ দেয়, তাদেরকে উপরে আনা হয়।

৫. Page Experience Update

- ওয়েবসাইট কতটা দ্রুত লোড হয়, মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না – এসব দেখে র‍্যাঙ্কিং করে।
- Core Web Vitals এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

আপডেটের জন্য কী করা উচিত?

১. ইউজারকে হেল্প করে এমন কনটেন্ট লিখুন

- শুধু SEO-এর জন্য না, রিডারকে আসলেই হেল্প করে এমন কনটেন্ট।
- প্রশ্নের উত্তর দিন, অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন, বাস্তব উদাহরণ দিন।

২. AI কনটেন্ট দিলে হিউম্যান টাচ দিন

- সরাসরি কপি না করে নিজে কিছু লিখুন, অভিজ্ঞতা যোগ করুন।
- ফরম্যাট করুন, ছবি-ভিডিও ব্যবহার করুন।

৩. কোয়ালিটিফুল লিংক বিল্ডিং করুন

- স্প্যামি সাইটে লিঙ্ক না। বরং রিলেভেন্ট ব্লগ, গেস্ট পোস্ট, প্রোফাইল লিঙ্ক ব্যবহার করুন।

৪. ওয়েবসাইট ফাস্ট, মোবাইল ফ্রেন্ডলি করুন

- PageSpeed Insights বা GTmetrix দিয়ে চেক করুন।
- মোবাইল রেস্পনসিভ থিম ব্যবহার করুন।

৫. রেগুলার আপডেট করুন

- পুরোনো কনটেন্ট আপডেট করুন।
- ভুল তথ্য ঠিক করুন।

নতুন তথ্য যোগ করুন।

যদি র‍্যাঙ্ক কমে যায়?

- ভয় পাবেন না। গুগোল বলে: "Improve your site; we reward quality."
- কনটেন্ট রিভিউ করুন, ইউজার কি খুঁজছে সেটা দিন।
- ধৈর্য ধরুন, ফল আসতে ২-৬ সপ্তাহ লাগতে পারে।

শেষ কথা:

গুগোল আপডেট মানেই ধ্বংস না, বরং এটা সুযোগ, যারা ভালো কাজ করে তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

আমি চেষ্টা করেছি একটা ব্লগ ওয়েবসাইট শুরু থেকে শেষ প্রযন্ত কিভাবে কি করবেন তা আপনাদের দেখাতে। হয়তো সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পারি নি। কেন পারিনি যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবো সব কিছু বুঝানো যায় না কিছু বিষয় নিজে করে বুঝতে হয়। তাই কিছু বিষয়ে শুধু আংশিক ধারণা আপনাদের দিয়েছি।

কিছু কথাঃ অনলাইনে সাকসেস রেইট আমাদের দেশে খুবই কম তার অন্যতম কারন আমরা শুনি, দেখি, জানি বুঝিও তবে কাজ করি না।
আপনি একটা বিষয়ে শুনলেন, সেই বিষয়টা দেখলেন এবং বুঝলেন ও তবে আপনি যদি একশন না নেন তাহলে আপনি শুনলেন দেখলেন বুঝলেন এই পুরুটা সময়টা নষ্ট করলেন আপনার জীবন থেকে। তাই অনুরোধ থাকবে একশ্যান নিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনার এই পথ চলায় আপনি সর্বদা আমাকে পাশে পাবেন।